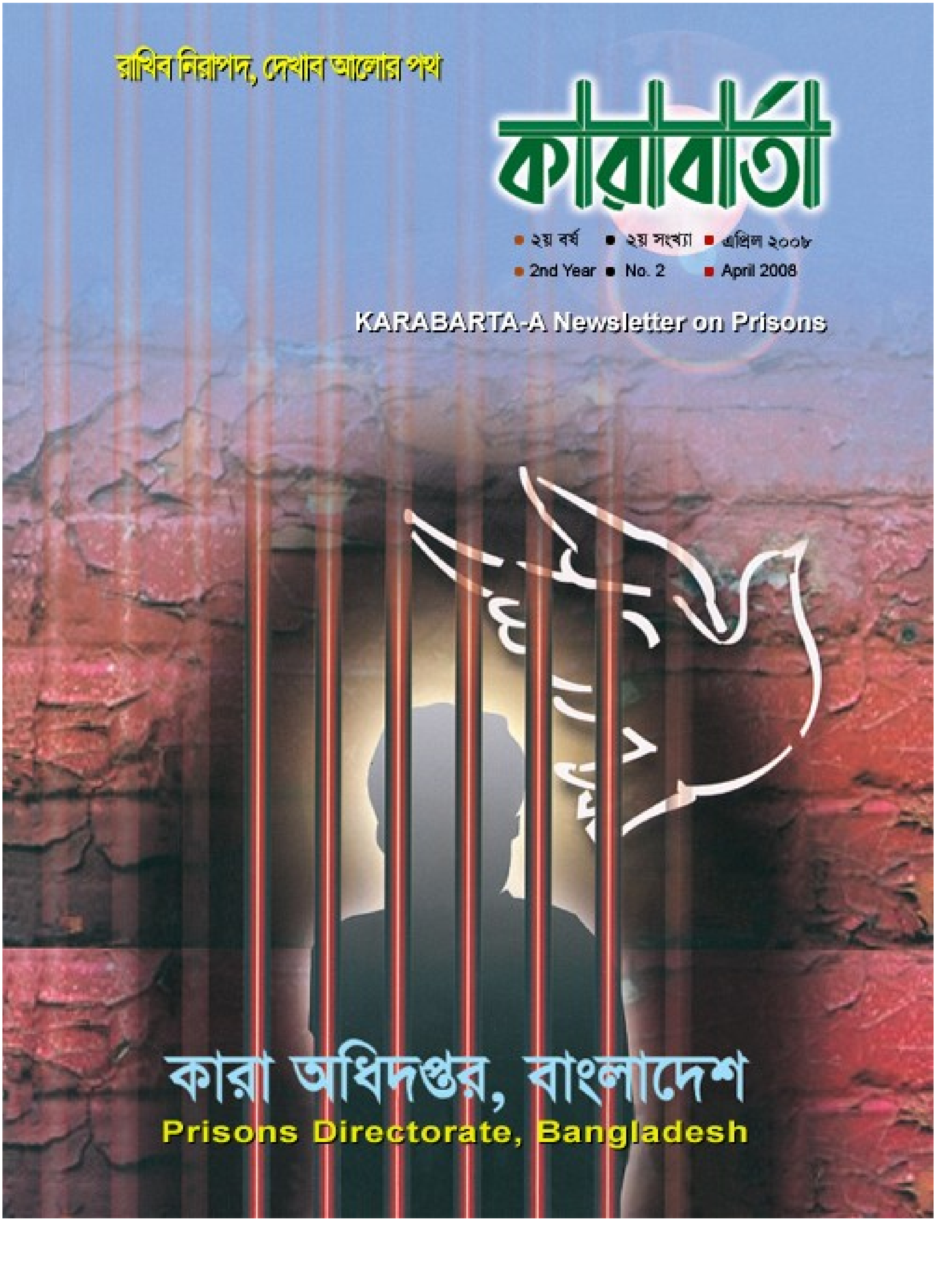
রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ
কারাবার্তা
২য় বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● এপ্রিল ২০০৮
2nd Year ● No. 2 ● April 2008
KARABARTA-A Newsletter on Prisons
কারা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
Prisons Directorate, Bangladesh

মুখবন্ধ

কারাগার আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। সভ্য সমাজে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের দেশে একই ধারনায় কারাগার প্রতিষ্ঠিত হলেও বস্তুতঃপক্ষে এই চেতনায় কারাগার পরিচালিত হওয়ার ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়। গত ০২ বছরের অধিককাল যাবত কারাগারকে সত্যিকার অর্থে সংশোধনাগার ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের কর্মকান্ড আরো কার্যকরভাবে সমাজের সকল স্তরে পৌঁছানোর আবশ্যকতায় '**কারাবার্তা**'র আত্মপ্রকাশ। সূচনাপর্বের দূর্বলতা স্বীকার করে আমরা সকলের অনুপ্রেরণা প্রত্যাশা করি।

শৃঙ্খলা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের দেশে অপার সম্ভাবনাময় কারাগার নামক প্রতিষ্ঠানটি নিকট অতীতেও সুখ্যাতির অধিকারী ছিল না। গতানুগতিকভাবে এখানে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি জেঁকে বসে। সমাজচ্যুত দুর্দশাগ্রস্ত বন্দীরা ছিল এখানে নানা প্রকার দুর্ভোগের শিকার। ফলশ্রুতিতে ছোট অপরাধীও এখান থেকে বের হয়ে বড় অপরাধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, কারাগার নামটি ছিল শোধনালয়ের আড়ালে দুর্ভোগ ও দুর্নামের সমার্থক। ব্যবস্থাপনার শৈথিল্যে বন্দী পলায়ন ছিল নিয়মিত ঘটনা, প্রশিক্ষণের অভাব ও নানা অনিয়মের বেড়াজালে কারারক্ষীদের কর্মকুশলতা এবং আত্মবিশ্বাসে ছিল যথেষ্ট ঘাটতি। আমাদের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতির তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়েছে যা ক্রমাগ্রসরমান। নানা সংস্কারমূলক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে কারারক্ষীগণ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, বন্দীরা ফিরে পেয়েছে ন্যায্য অধিকার। সারা দেশের সকল কারাগারেই বর্তমানে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়।

কারা বিভাগের দায়িত্ব নেবার পর অনুভব করি, কারাগারও হতে পারে সমাজ উন্নয়নে গৌরবময় ভূমিকার অধিকারী। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেই। প্রথমেই কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গতানুগতিক দুর্নীতি পরিহারপূর্বক সততা ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করা এবং কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগী হই। সকল নির্দেশনার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি কারাগারকে কেন্দ্রীয় নজরদারীর অধীনে আনয়নের জন্য নিরাপত্তা ইউনিট গড়ে তুলি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এর সুফল পেতে শুরু করি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি কারাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোয়েন্দা রক্ষী নিয়োগ করা হয়। প্রতিদিন কারাগারের সার্বিক চিত্র সরাসরি তারা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সেলে প্রেরণ করে। তা যাচাই করে ক্ষেত্রমতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পরিস্থিতির সন্তোষজনক উন্নতি হয়েছে।

এ বিভাগে যোগদানের পরপরই খাকি পোশাকে ডেকোরেশনবিহীন কারারক্ষী বাহিনীকে আধুনিক যুগের সাথে বেমানান মনে হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের জন্য একটি দৃষ্টিনন্দন পোশাক প্রবর্তনের ব্যবস্থা করায় কারারক্ষীদের হৃত বিশ্বাসের এক ধাপ উন্নতি ঘটে। আমাদের আরেকটি বড় অর্জন কারা সপ্তাহের প্রচলন। ২০০৬ সাল থেকে আমরা প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে কারা সপ্তাহ পালন করছি। কারা বিভাগের জন্য এ এক স্বতন্ত্র পরিচিতি বহন করছে। দুর্নীতি পরিহার করে অবস্থার উন্নতি ঘটানো এবং উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজ চালানোর জন্য আমরা স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি ফিল্ড কমান্ডার তথা তত্ত্বাবধায়কের হাতে স্থানীয় তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেই। ফিল্ড ইউনিটকে গতিশীল রাখতে এ তহবিল খুবই ফলদায়ক। কোনরূপ কালক্ষেপন ছাড়াই এদ্বারা কারারক্ষী বা বন্দীদের তাৎক্ষনিক প্রয়োজন মেটানো যায়।

এ বিভাগের আরেকটি বড় অর্জন অফিসার ও কারারক্ষী এবং অফিসার ও বন্দীদের মাঝে ঘনিষ্ট যোগাযোগের জন্য কার্যকর মাসিক দরবার ব্যবস্থা প্রচলন। এর ফলে পারস্পরিক দূরত্ব কমে কারা বিভাগে পারস্পরিক আস্থাশীলতা তৈরী হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সর্বস্তরে জবাবদিহিতা। **স্বনির্ভর নারী, সমৃদ্ধ সমাজ** এ শ্লোগানকে সামনে রেখে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের নারী সদস্যদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি। এর মাধ্যমে নারীরা বিভিন্ন সৃজনশীল পেশায় যেমন সেলাই, সুন্দর সূচিকর্ম, বাটিক, বুটিক, ব্লক, আধুনিক রান্নাবান্না, মাশরুম চাষ, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। অনেকে স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে। এ বিভাগের সদস্যবর্গের ছেলে-মেয়েদের অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি এবং এস এস সি ও এইচ এস সি তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেককে উৎসাহব্যাঞ্জক অর্থ পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। এতে মেধার বিকাশ উৎসাহিত হচ্ছে, দেশ ও জাতি লাভবান হচ্ছে।

দুর্মূল্যের বাজারে জীবন ধারণ সহজ করা এবং দুর্নীতিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে সকল কারাগারে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য চালু করা হয়েছে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। মাছ-মাংস হতে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য এতে স্থান পাচ্ছে; স্বচ্ছ ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। শুধু তাই নয় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য হেলথ কেয়ার স্কীম চালু করা হয়েছে। এ স্কীমে ইতিমধ্যে জটিল রোগাক্রান্ত ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন সদস্যকে ১৬,৬৫,০০০/- (ষোল লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। জীবন ধারণ সহজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারাগারে দুগ্ধ খামার চালু করা হয়েছে।

শারীরিক উৎকর্ষতা সাধন এবং পাস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধির জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে কারা বিভাগে নিয়মিত আন্তঃজেলা ও আন্তঃবিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে কাবাডি, ভলিবল, সাঁতার, এ্যাথলেটিক্স ও সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সম্মানজনক আসন অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। আনন্দের বিষয় যে, কারারক্ষী বাহিনী মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেছে। তাছাড়া শৌর্যবীর্য ও স্বকীয়তার প্রতীক হিসাবে আমরা একটি পতাকার ব্যবহার চালু করতে পেরেছি। শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য নিরন্তর প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। কারা বিভাগে প্রায় না থাকা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বিপরীতে শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা দৈনন্দিন ও বছরব্যাপী কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হয়েছি। নিয়মিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রতি কারাগারে মাসে দুইবার করে এলার্ম স্কীম অনুশীলিত হচ্ছে। এলার্ম স্কীম অনুশীলন বন্দী পলায়ন রোধ ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ইতোমধ্যেই কার্যকর বিবেচিত হয়েছে।

একজন বন্দীর নিরাপদ আটক নিশ্চিত করে তাকে সুনাগরিক ও দক্ষ কর্মী হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত করাই কারা বিভাগের প্রধান লক্ষ্য। **রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ** বাক্যটিকে বিভাগের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে আমরা বন্দীদের জন্য আধুনিক বৃত্তিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছি। পুরোনো আমলের মোড়া তৈরী, তাঁতে কাপড় বুননের কাজ সাজা শেষে বাইরের জগতে বন্দীদের তেমন একটা কাজে আসেনা। মুক্ত হওয়ার পর কর্মহীন অবস্থায় তারা অনেকেই তাই অপরাধমূলক পূর্ব পেশায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ চিন্তা মাথায় রেখে আমরা বন্দীদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ যেমন টিভি, ফ্রিজ, এসি, সিডি প্লেয়ার, ঘড়ি ইত্যাদি ইলেট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস দ্রব্যাদি মেরামত ও সংযোজনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তাছাড়া প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বেকারী খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতিতে। পাশাপাশি বিভিন্ন কারাগারে তারা এখন প্রস্তুত করছে মোমবাতি, কলম, জুতা, জামদানী শাড়ী ইত্যাদি। তাদের পশুপালন, মৎস্য ও মাশরুম চাষের উপরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। চলছে নিরক্ষর বন্দীদের স্বাক্ষর করার জোর প্রয়াস। বন্দিদের স্বাস্থ্য রক্ষায় পর্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়মিত নানামুখী খেলাধুলা এবং বিনোদনের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচলন করা হয়েছে। তারা পাচ্ছে টিভি দেখার সুযোগ, ইলেকট্রিক ফ্যান এবং কারাভ্যন্তরে ক্যান্টিন সুবিধা। মোটকথা কর্মচারী ও বন্দী কল্যাণসহ নানাবিধ সেবা নিশ্চিতপূর্বক কারাগারকে আমরা আধুনিক ও সময়োপযোগী করার বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর সবকিছু তুলে ধরা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে কারা বিভাগের যথেষ্ট উপযোগিতা সত্ত্বেও কোন না কোন কারণে অতীতে বিভাগটির উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়নি। এখানে মঞ্জুরীকৃত জনবল একান্ত অপ্রতুল, নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন। মঞ্জুরকৃত অপ্রতুল জনবলের মধ্যেও ক্ষেত্রভেদে সিংহভাগ পদ শুন্য। ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ২৫১ টি পদের মধ্যে কর্মরত আছে মাত্র ৯৫ জন যা উদ্বেগজনক। অন্যান্য পদের অবস্থাও একই। সীমিত লোকবল নিয়ে অবিরাম কাজ করে আমরা পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছি। শাসন ব্যবস্থার পট পরিবর্তনের যুগসন্ধিক্ষণে কারাগারগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ইতিহাস সকলের জানা। আমাদের সদা সতর্ক নজরদারী ও তৎপরতার ফলে তুলনামূলকভাবে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বন্দী থাকা সত্ত্বেও এবার অনুরূপ ঘটনার সূত্রপাত হয়নি। এটা আমাদের সীমাহীন পরিশ্রমের ফল বলে মনে করি।

পরিশেষে এটুকু বলতে পারি, পূর্বের গ্লানি কাটিয়ে, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কারা বিভাগ একটি সম্মানজনক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। আরো উন্নয়ন ও নিয়মানুগামিতা সময়ের দাবী। সরকারসহ সর্বস্তরের সকলের উৎসাহ ও সহযোগিতায় বাংলাদেশ কারা বিভাগ সমাজ উন্নয়নে অর্থবহ ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর। '**কারাবার্তা**' আমাদের আন্তরিক প্রয়াসের একটি সামান্য প্রতিচ্ছবি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কারা মহাপরিদর্শক

কারা অধিদপ্তর

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান
এনডিসি, পিএসসি
কারা মহাপরিদর্শক

কর্ণেল মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

লেঃ কমান্ডার এম জাকারিয়া খান, (ট্যাজ), বিএন
উপ কারা মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর)

মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)

মোঃ আলতাব হোসেন
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)

মোঃ মিজানুর রহমান
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

ঢাকা বিভাগ

মেজর সামসুল হায়দার সিদ্দিকী
উপ কারা মহাপরিদর্শক
ঢাকা বিভাগ

মোঃ গোলাম হায়দার
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

মোল্লা নূরুল ইসলাম
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার

গিয়াস উদ্দিন মোল্লা
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২

মোঃ ওবায়দুল হক
জেল সুপার
গাজীপুর জেলা কারাগার

টিপু সুলতান
জেল সুপার
নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার

মোঃ ছগির মিয়া
জেল সুপার
টাঙ্গাইল জেলা কারাগার

আজিজ উদ্দিন তালুকদার
জেল সুপার (চঃদাঃ)
ফরিদপুর জেলা কারাগার

কিশোর কুমার নাগ
জেলার
জামালপুর জেলা কারাগার

মোঃ মোশাররফ হোসেন চৌধুরী
জেলার
শেরপুর জেলা কারাগার

সুলতান আজিজুল হক
জেলার
কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার

মোঃ নজরুল ইসলাম
জেলার
মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার

ফনি ভূষণ দেবনাথ
জেলার
মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার

মোঃ আমজাদ হোসেন
জেলার (চঃদাঃ)
নরসিংদী জেলা কারাগার

মোঃ গোলাম রব্বানী
জেলার(চঃদাঃ)
নেত্রকোনা জেলা কারাগার

শফিউল করিম
ডেপুটি জেলার
মাদারীপুর জেলা কারাগার

আবদুর রহিম
ডেপুটি জেলার
গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার

শফিকুল আলম
ডেপুটি জেলার
শরীয়তপুর জেলা কারাগার

মোজাফ্ফর হোসেন
ডেপুটি জেলার
রাজবাড়ী জেলা কারাগার

সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ

মেজর শেখ মোঃ সাইফুল আলম
উপ কারা মহাপরিদর্শক
চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ

এ কে এম ফজলুল হক
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ বজলুর রশীদ
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ আতাউর রহমান
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ আজিজুল হক
জেল সুপার
খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার

এ কে এম জহিরুউদ্দিন বাবর
জেল সুপার
বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার

জামিল আহমেদ চৌধুরী
জেল সুপার (চঃদাঃ)
হবিগঞ্জ জেলা কারাগার

শাহজাহান আহমেদ
জেল সুপার (চঃদাঃ)
মৌলভী বাজার জেলা কারাগার

হেলাল উদ্দিন
জেল সুপার (চঃদাঃ)
কক্সবাজার জেলা কারাগার

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
জেলার
ফেনী জেলা কারাগার

মোঃ আনোয়ারুল করিম
জেলার
নোয়াখালী জেলা কারাগার

এ কে এম কামরুল হুদা
ডেপুটি জেলার
চাঁদপুর জেলা কারাগার

মোঃ মাহবুবুল আলম
ডেপুটি জেলার
সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার

মোঃ রফিকুল কাদের
ডেপুটি জেলার
রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার

মোঃ মুজিবুর রহমান
ডেপুটি জেলার
বান্দরবান জেলা কারাগার

মোঃ আবদুল বারেক
ডেপুটি জেলার
লক্ষীপুর জেলা কারাগার

রাজশাহী বিভাগ

মেজর হাফিজুর রহমান মোল্লা
উপ কারা মহাপরিদর্শক
রাজশাহী বিভাগ

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ আজমল হোসেন
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ রেজাউল করিম
জেল সুপার
পাবনা জেলা কারাগার

মোঃ মোশাররফ হোসেন
জেল সুপার
নাটোর জেলা কারাগার

মোঃ সামসুল হুদা
জেল সুপার (চঃদাঃ)
দিনাজপুর জেলা কারাগার

মোঃ আবদুর রাজ্জাক মিয়া
জেল সুপার (চঃদাঃ)
বগুড়া জেলা কারাগার

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
জেল সুপার (চঃদাঃ)
সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার

মোঃ নজরুল ইসলাম
জেলার
জয়পুরহাট জেলা কারাগার

মোঃ আনোয়ারুজ্জামান
জেলার
লালমনিরহাট জেলা কারাগার

মোঃ আল-মামুন
জেলার
নওগা জেলা কারাগার

মোঃ ইসমাইল হোসেন
জেলার (চঃদাঃ)
নীলফামারি জেলা কারাগার

মোঃ মাসুদুর রহমান
জেলার (চঃদাঃ)
কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার

মোঃ মুজিবুর রহমান মজুমদার
ডেপুটি জেলার
পঞ্চগড় জেলা কারাগার

মোঃ জাবেদ মেহেদী
ডেপুটি জেলার
গাইবান্ধা জেলা কারাগার

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ডেপুটি জেলার
চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা কারাগার

তুহিন কান্তি খান
ডেপুটি জেলার
ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ

মোঃ আবুল কাশেম
উপ কারা মহাপরিদর্শক
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ

পার্থ গোপাল বণিক
সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ)
যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগার

অসীম কান্ত পাল
জেল সুপার
কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ সোলায়মান আলী
জেল সুপার (চঃদাঃ)
খুলনা জেলা কারাগার

মোঃ মোখলেছুর রহমান
জেলার
বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ কামরুল ইসলাম
জেলার
চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার

মোঃ আবু জাহেদ
জেলার
বাগেরহাট জেলা কারাগার

সুবোধ রঞ্জন সাহা
জেলার
ঝালকাঠি জেলা কারাগার

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
জেলার (চঃদাঃ)
সাতক্ষীরা জেলা কারাগার

মোঃ বজলুর রশীদ আকন্দ
জেলার (চঃদাঃ)
পিরোজপুর জেলা কারাগার

মোঃ ওমর ফারুক
জেলার (চঃদাঃ)
পটুয়াখালী জেলা কারাগার

মোঃ নজরুল ইসলাম
ডেপুটি জেলার
মাগুরা জেলা কারাগার

মোঃ মতিয়ার রহমান
ডেপুটি জেলার
মেহেরপুর জেলা কারাগার

মহিউদ্দিন হায়দার
ডেপুটি জেলার
বরগুনা জেলা কারাগার

মোঃ আবদুল কুদ্দুস
ডেপুটি জেলার
নড়াইল জেলা কারাগার

মোঃ এনামুল কবির
ডেপুটি জেলার
ঝিনাইদহ জেলা কারাগার

মোঃ ইউনুস জামান
ডেপুটি জেলার
ভোলা জেলা কারাগার

সম্পাদকীয়

রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ এই মূলমন্ত্রে বলীয়ান হয়ে বর্তমানে কারা বিভাগের কর্মকান্ড নবরূপে সংযোজিত এবং সংশোধিত হয়েছে। আর কালা পানি কিংবা লাল দালানের ভয় নয়। অতীতের সকল পংকিলতা, সংকীর্ণতা দূরে ঠেলে নবসাজে সেজেছে দেশের কারাগারগুলো, যা হয়ে উঠেছে অপরাধীদের সংশোধনাগার।

অপরাধ করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ হয়ে উঠেছে শহরমুখী, পাড়ি জমাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষ হয়ে উঠেছে অধিকতর অপরাধপ্রবন। অধিকন্তু, অপরাধের ধরণ ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে দিনদিন। অধুনা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে আমেরিকায় ২.৫ মিলিয়ন লোক কারাবন্দী যা কিনা সমস্ত জনগোষ্ঠীর শতকরা ১ জন। এটা বলা ঠিক হবে না কারাগারে বন্দীসংখ্যা বাড়লে দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয় বরং আইন শৃংখলা সুসংহত করার লক্ষ্যই হচ্ছে অপরাধীদের কারাবন্দী করা। যাতে কিনা সমগ্র সমাজ স্বস্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়....... এই বন্দী এরা কারা ? এরা কারও বাবা, কারও মা, কারও ভাই, কিংবা কারও বোন– সমাজেরই অংশ। শুধু কি বন্দীর নিরাপদ আটক নিশ্চিত করাই কারাগারের কাজ ? নিশ্চই মা-বাবা চান তার বিপথগামী সন্তান ফিরে আসুক আলোর পথে, ভাল মানুষ হয়ে ফিরে আসুক সমাজে। আমাদের সমাজে অনেকেরই অজান্তে দেশ সেবায় এই ব্যতিক্রমধর্মী মহান গুরুদায়িত্ব পালন করছে আমাদের কারাগারগুলো।

এই কারাগার, কারাবন্দী, কারারক্ষী, কারাগার সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যতিক্রমী পেশা ও সেবা, অভিজ্ঞতা, হাসি-কান্না ইত্যাদি নিয়ে লেখনি আকারে **কারাবার্তা** হিসেবে দ্বিতীয়বারের মত আত্মপ্রকাশ করছে যা, পাঠকদের কারাগার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও ইতিবাচক জ্ঞানদানে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বন্দীদের বিভিন্ন কাজকর্ম ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করায় সংখ্যাটিতে ছবির আধিক্য ঘটেছে। সর্বোপরি আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলেও অনেক সীমাবদ্ধতার কারণে সংখ্যাটির ভুলত্রুটিগুলো পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করার সবিনয় অনুরোধ করছি।

লেঃ কমান্ডার এম জাকারিয়া খান, (ট্যাজ), বিএন
উপ কারা মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর)
কারা অধিদপ্তর

কারাগার এবং উন্নয়ন

কর্ণেল মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

কারাগার একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। আদিতে মানুষকে শাস্তি প্রদান করাই ছিল কারাগার সৃষ্টির মূল অভিপ্রায়। তাই মানুষ কথায় কথায় বলতো, "বেশী বেত্তমিজী করলে জেলের ভাত খাওয়াবো কিন্তু।" এক সময় কারাগারের নাম শুনলে সাধারণ মানুষ ভয়ে শিউরে উঠতো। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে উক্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এখন কারাগার শুধু সাজা ভোগের প্রতিষ্ঠান নয় বরং অধিকতররূপে অপরাধীদের সংশোধনাগার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমানে বন্দী অপরাধীদের দণ্ডকে শাস্তিস্বরূপ বিবেচনা না করে এটাকে সংশোধনের উপায় হিসেবে দেখা এবং কারাভ্যন্তরে দৈহিক পীড়নকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। কালের এ দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কারাগারে বন্দী ব্যবস্থাপনায় যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, ঠিক তেমনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেও পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গিয়ে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে, যা কারাবন্দীদের নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কারাগারের Vision এবং Mission ঃ কারাগার পরিচালনায় ইতোপূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশন ছিল না। বর্তমান সরকারের নির্দেশে কারাগারের ভিশন ও মিশন নির্ধারণ করা হয়েছে।

Vision: রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ

Mission : বন্দীদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা, কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও বন্দীদের মাঝে শৃংখলা বজায় রাখা, বন্দীদের সাথে মানবিক আচরন করা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করাসহ সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

কারাগারে আটক বন্দীদের মধ্যে অপরাধী ও নিরপরাধ চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব বিজ্ঞ আদালতের। কারা কর্তৃপক্ষ কেবল তাদের দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।

বন্দীরা আমাদের মতই কোন না কোন পরিবারের সদস্য এবং দেশের নাগরিক, কারাগারে তারা অসহায়। সুতরাং আমাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে আমরা যেরূপ আচরণ করি তাদের সাথেও অনুরূপ আচরণ করা উচিত। সে লক্ষ্যে একেবারে ভিন্ন এবং যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের কারাগারগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

দেশের কারাগারসমূহে বর্তমানে প্রায় ৮৫,০০০ বন্দী অবস্থান করছে। এদের খাবার,পোষাক-পরিচ্ছদ,ঔষধ, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী তহবিল সংরক্ষিত আছে। সার্বিক কারা ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বন্দীদের জাতীয় উন্নয়নকাজে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। চিকিৎসাবিদদের মতে, কায়িক পরিশ্রম ও নানাবিধ বুদ্ধি প্রয়োগজনিত (Brain Work) কাজের মাধ্যমে ব্যস্ত থাকলে স্বাস্থ্যগত দিক দিয়েও বন্দীরা সুস্থ্য থাকবে। আর এরূপ একজন সুস্থ্য বন্দীর দ্বারা কারাভ্যন্তরে নানাবিধ অঘটন ঘটার সম্ভাবনা থাকেনা বললেই চলে। কথায় বলে, "অলস মস্তিস্ক শয়তানের কারখানা।" তাই আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কারাভ্যন্তরে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী স্থাপনের পরিকল্পনাসহ ইতোমধ্যে টিভি, ফ্রিজ রিপেয়ারিং, বলপেন, মোমবাতি, মুড়ি ও বেকারী সামগ্রী তৈরী, মাশরুম চাষ ইত্যাদি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার সাথে সাথে বন্দীদের অলস হাতকে সুদক্ষ কর্মীর হাতে পরিণত করে যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের কিছু কিছু আয়েরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এসব কর্মকাণ্ডে মহিলা বন্দীরাও পিছিয়ে নেই। তাদেরকেও আমরা বিউটিশিয়ান ট্রেনিং, এমব্রয়ডারী, বিভিন্ন প্রকার সেলাই, মাশরুম চাষ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে জড়িত করে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। এতে করে কারামুক্তির পর সমাজে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিজেরাই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে এবং একজন সুস্থ্য নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবে।

কারাভ্যন্তরে শিশুদের সুস্থ্য ও স্বাভাবিক পরিবেশে রক্ষণাবেক্ষণ, মানসিক বিকাশ, লেখা-পড়া, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাসহ সার্বিক পরিচর্যার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ইতোপূর্বে **'ডে-কেয়ার সেন্টার'** স্থাপন করা হয়েছে, যার সুফল আমরা পাচ্ছি।

কারাবন্দীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে HIV/AIDS সম্পর্কে শিক্ষাদান, মাদকাসক্তদের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত পরামর্শদান তাদের মধ্যে সচেতনতা ও দৃঢ়তা আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। মাদকাসক্তদের জন্য সম্প্রতি কারা হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। সেখানে মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবা গ্রহণের পরামর্শসহ স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ঠিকানা দেয়া হয় যাতে করে তারা মুক্তির পর সেখান থেকে পুনঃচিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। কারাগারে মহিলা ও শিশু-কিশোর বন্দীদের সাথে অধিকতর মানবিক আচরণসহ বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সময়ের সাথে সাথে আগামী দিনের পথে আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও সার্বিক বন্দী কল্যাণের মানসিকতা নিয়ে বর্তমান সরকারের সহযোগিতায় কারা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে বন্দীরা ইতোমধ্যে এর সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। সময়োপযোগী বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কারাগারসমূহ বন্দীদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে সংশোধনাগারে পরিণত হবে। এভাবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সব কারাবন্দীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে পারলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

তাই সমাজ তথা দেশের মানুষের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, কারা বিভাগ থেকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সনদপত্রপ্রাপ্ত বন্দীদের পুনর্বাসনের জন্য সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আপনাদের হাতকে প্রসারিত করুন। এতে করে একদিকে যেমন আপনার,আমার তথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে অন্যদিকে তেমনি বন্দী তথা অপরাধীর অপরাধ প্রবণতাও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। সমাজেও সুন্দর, সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ বিরাজ করবে।

বন্দী এবং প্রাসঙ্গীক ভাবনা

মেজর সামছুল হায়দার সিদ্দিকী
কারা উপ মহাপরিদর্শক
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

একজন ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করার পরে প্রথমে থানা এবং পরে কোর্ট সর্বশেষে কারাগারে নিয়ে আসে। কারাগারে আসার পূর্বে যে পথ অতিক্রম করে সে কারাগারে আসে সে সময়ে তার অর্জিত অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। একজন ব্যক্তি সে যেই হোক না কেন পুলিশ তাকে আটক করার পরেই প্রথমত তার মনোবল ভেঙ্গে যায়, দ্বিতীয়ত তার সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে নিজেকে খুব অসহায় মনে করে এবং তৃতীয়ত সে অপরাধী হলে কিছুটা হলেও তার মধ্যে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। সে কারণেই উক্ত ব্যক্তি মানসিক ভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত থাকে। আবার পুলিশ মামলার প্রয়োজনে তার সাথে অনেক সময় রূঢ় আচরণও করে থাকে যা সবার জানা। আর আদালত তার গাম্ভীর্যপূর্ণ মর্যদায় স্বীয় অবস্থানে থেকে ন্যায় বিচরের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

অর্থাৎ ধরে নেয়া যায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর থেকে কারাগারের আসা পর্যন্ত ব্যক্তিটি একটা বিধ্বস্ত সময় অতিবাহিত করে। অপর পক্ষে কারাগার যেখানে দিন, মাস বা বছর অবধি তাকে অবস্থান করতে হয় সেখানে আসার পরেও কারারক্ষীরা সাধারণত: বন্দীদের সাথে ভাল আচরণ করে না। আজ থেকে প্রায় আড়াই বছর আগের কিছু ঘটনা মনে পড়ছে। আমি দেখেছি ৫০ উর্ধ্ব কোন ব্যক্তিকে ৩০ বছর বয়সী কারারক্ষী তুই বলে অসম্মান করছেন। আবার একদিন জনৈক বন্দী আমাকে বলেছে স্যার, "আমি একজন হাই স্কুলের হেড মাস্টার। আপনার কারারক্ষী আমাকে চড় মেরেছে"। আসলেই এ কারারক্ষীকে হয়তবা কখনো বলাই হয়নি সে বন্দীর সাথে কিভাবে আচরণ করবে। বর্তমান কারা প্রশাসন সর্বাত্নকভাবে চেষ্টা করছে কারারক্ষীদের প্রশিক্ষিত করতে এবং তাদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আনতে।

একজন বন্দী কারাগারে আসার পর যদি তাকে যথা সময়ে খাবারের এবং থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং নির্ধারিত কোন প্রশিক্ষিত ব্যক্তির মাধ্যমে নবাগত সেই বন্দীকে যদি জানানো হয় কারাগারের থাকাকালে সে কি কি সমস্যায় পড়তে পারে, কি কি প্রাপ্যতা তার আছে এবং কারাগারের আইন কানুন তাহলে কারাগার নামক এই অপরিচিত অঙ্গনটি তার কাছে অনেকটাই সহজ মনে হবে। কারাগার জীবন মোটেই সুখকর বা সহজ নয়। তারপরেও কারাগারকে বন্দীদের জন্য যতটা সম্ভব সহায়ক করতে পারাটাই আমাদের সার্থকতা।

সত্য বলতে কারারক্ষী বা কারা কর্মকর্তারাই বন্দীর আইনগত এবং প্রকৃত অভিভাবক। তারা যদি বন্দীদের বিষয়ে আন্তরিক না হন তাহলে একজন বন্দী কখনোই কারারক্ষীকে সম্মান বা সমীহ করবে না। একদিন বিকেলে এক বন্দী আমাকে বলল, স্যার আমার বাসায় কেউ জানে না আমি কারাগারে আছি। আমি তার আবেদনে সাড়া দেই এবং তার দেয়া ফোন নাম্বারে ফোন করি। ঐপার থেকে যিনি ফোন ধরলেন জানতে পারলাম তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আরও জানতে পারলাম তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সিনেমা 'ওরা ১১ জন' এর একজন জনাব খসরু। এ ফোনের জন্য তিনি আমাকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানালেন।

বর্তমানে কারাগারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সকলেই বন্দীদের বিষয়ে আন্তরিক এবং নিজেদের পরিবর্তিত করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে মানব সেবায় কারাগার একটি দৃষ্টান্ত তৈরী করবে বলে আমি মনে করি।

বন্দী পুনর্বাসনে কারাগার
To Rehabilitate the Prisoners

কারাগারে আটক বন্দীদের দক্ষ জনশক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গত ২ বছর যাবত দেশের প্রতিটি কারাগারে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিক এবং ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি মেরামত, টেইলারিং, বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরী যেমন- মাশরুম চাষ, কাগজের প্যাকেট, মোমবাতি, জেলপেন, জুতা ও স্যান্ডেল স্যু, বেকারী আইটেম, মুড়ি ও চানাচুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পুরুষ বন্দীদের পাশাপাশি মহিলা বন্দীরাও টেইলারিং, শাড়ীতে হাতের কাজ, নকশী কাঁথা সেলাই, বিউটিশিয়ান কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশ বন্দীরা তাদের ব্যক্তিগত একাউন্টে জমা রাখার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের অর্জিত প্রশিক্ষণ ও অর্থ ভবিষ্যতে কারাগার হতে মুক্তির পর তাদের সামাজিক পুনর্বাসনে সহযোগিতা করবে।

বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যাদি মেরামত প্রশিক্ষণ

Training on repairing electric and electronic goods at different jails for prisoners

কাগজের প্যাকেট তৈরী প্রশিক্ষণ

Training on preparing packing materials for prisoners

বন্দী পুনর্বাসনে কারাগার
To Rehabilitate the Prisoners

দর্জি প্রশিক্ষণ Training on tailoring

সোয়েটার তৈরী Training on preparation of sweater

মোমবাতি তৈরী প্রশিক্ষণ Training on candle manufacturing

জেল পেন তৈরী প্রশিক্ষণ Training on gel pen manufacturing

মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ Training on mushroom cultivation

বন্দী পুনর্বাসনে কারাগার
To Rehabilitate the Prisoners

চানাচুর ও মুড়ি তৈরী প্রশিক্ষণ
Training on preparation of *chanachur* and *muri*

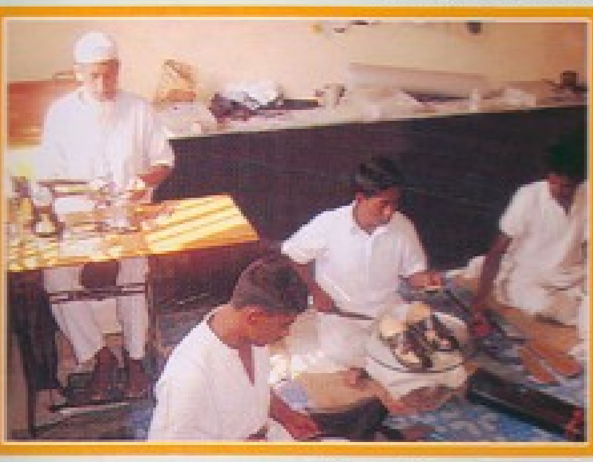

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদের জুতা ও স্যান্ডেল স্যু তৈরী প্রশিক্ষণ
Training on manufacturing of shoes and sandal shoes at Mymensingh Central Jail

মৌলভীবাজার জেলা কারাগারে বন্দীদের নার্সারীর জন্য চারাগাছ তৈরী প্রশিক্ষণ
Training on preparation of sapling for nurseries at Moulvi Bazar District Jail

বন্দী পুনর্বাসনে কারাগার
To Rehabilitate the Prisoners

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে মহিলা বন্দীদের দর্জি প্রশিক্ষণ

Training on tailoring at Comilla Central Jail for prisoners

চট্টগ্রাম কারাগারে মহিলা বন্দীদের কাপড়ে হাতের কাজ ও নকশী কাঁথা সেলাই প্রশিক্ষণ

Training on *nakshi katha*, a native embroidery work at Chittagong Central Jail for prisoners

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার শো-রুমে বন্দীদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী

Products made by prisoners at show-room of Dhaka Central Jail

বন্দী পুনর্বাসনে কারাগার
To Rehabilitate the Prisoners

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কারাগারে বিউটিসিয়ান কোর্সে
মহিলা বন্দীদের অংশগ্রহণ
Keen participation of female prisoners in
beautician course at Dhaka & Narayanganj jails

বন্দী বিনোদন
Prisoners' Recreation

বিভিন্ন কারাগারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলায় বন্দীদের অংশগ্রহণ

Prisoners' participation in cultural show, games and sports at different jails

বন্দী শিক্ষা কার্যক্রম

Educational Activities of Prisoners

কারাগারে আগত নিরক্ষর বন্দীদের অক্ষরজ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রতিটি কারাগারে কারারক্ষী এবং শিক্ষিত বন্দীদের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি কারাগারে ধর্মীয় শিক্ষক এবং বন্দীদের তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমও অব্যাহত আছে।

বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের শিক্ষা কার্যক্রম
Educational activities of prisoners at different jails

গত ছ'মাসে সারাদেশে কারাগারসমূহে গণশিক্ষা কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	অক্ষরজ্ঞান অর্জনকারী বন্দীর সংখ্যা	ধর্মীয়জ্ঞান অর্জনকারী বন্দীর সংখ্যা	স্বেচ্ছায় অক্ষর ও ধর্মীয়জ্ঞান প্রদানকারী বন্দীর সংখ্যা
০১	ঢাকা বিভাগ	৫,১০৬	৩,৪৭৫	১,৫২৫
০২	রাজশাহী বিভাগ	২,৩০৭	১,৭৪৮	৭১৮
০৩	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ	৪,০০৯	২,৮২২	৮১১
০৪	খুলনা ও বরিশাল বিভাগ	২,৮৭৮	১,৭১২	৫৯৫
মোট		১৪,৩০০	৯,৭৫৭	৩,৬৪৯

বন্দীদের চিকিৎসা
Treatment for Pisoners

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে চিকিৎসার জন্য একটি করে জেল হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে একজন ডাক্তার এবং তাঁর একজন ডিপ্লোমা সহযোগী রয়েছেন। যে সকল হাসপাতালে ডাক্তার নেই সেখানে সদর হাসপাতালের আরএমও জেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কারাগারে যে সকল বন্দীর চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয় না তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানীয় সদর হাসপাতালে এবং প্রয়োজনবোধে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

দেশের বিভিন্ন কারাগারে অনেক মাদকাসক্ত বন্দীদের আগমন ঘটে যাদের পৃথকভাবে রেখে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং মোটিভেশন প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে সহযোগিতা করা হয়।

All jails of Bangladesh includes a hospital inside the jail. These hospitals are looked after by a medical officer and assisted by a medical assistant. If, for some reason the post of medical officer remains vacant, a medical officer from the local district general hospital assumes the responsibilities. If treatment available at the jail hospital is not sufficient for the ailing prisoner, he is sent to a outside Govt hospital.

Everyday quite a number of drug addicted persons are received by jail authority. They are treated separately and given due motivation to come back to normal life.

কারাগারে ঈদ উদযাপন
Eid Celebration in Prisons

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঈদের জামাত Eid prayer at Dhaka Central Jail

এ প্রথমবারের মত বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কারাভ্যন্তরে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জামাতে কারা মহা পরিদর্শকসহ উর্ধতন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ বন্দীদের সাথে এককাতারে ঈদের নামাজ আদায় করেন। অন্যান্য কারাগারেও একইভাবে কারাভ্যন্তরে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদ উপলক্ষে বন্দীদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। রাতের খাবারে বন্দীদের সাথে কারাগারের নির্বাহী প্রধানগণ শরীক হন। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ আচরণ বন্দীদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। এরপর থেকে সরকারী আদেশ-নির্দেশ ও প্রত্যাশার প্রতি তাদের মধ্যে অধিকতর আনুগত্য লক্ষণীয়।

অসুস্থ বন্দীদের সাথে কারা মহাপরিদর্শক ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন
IG Prisons exchanging Eid greetings with the hospitalized prisoners

বন্দীদের সাথে ঈদ আলিঙ্গন করছেন অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
Additional IG prisons embracing with prisoners

ঈদ উপলক্ষে উপ কারা মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ এবং সিনিয়র জেল সুপার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর বন্দীদের সাথে খাবার গ্রহণ
DIG prisons, Dhaka Division and Senior Jail Super, Dhaka Central Jail attending Eid dinner with prisoners

আমার দেখা দুই কারাগার

একটি কারা সংস্কার প্রতিবেদন

আব্দুর রাজ্জাক
হাজতী নং-২১৯৯/০৭
রাজবাড়ী জেলা কারাগার

সম্ভবত ১২ অক্টোবর ২০০৫- এর ঘটনা। সেদিন একটি ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় পুলিশ আমাকে থানায় ডেকে এনে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করে। এর আগে এই নরকের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। কারাগারকে কেন নরক বলতে হলো পাঠকবৃন্দ আজকের লেখাটি যখন আপনার পড়া শেষ হবে কেবল তখনি আপনি বুঝতে পারবেন। সেদিন ছিল গরম কালের সন্ধ্যা। আমি তখন কারাগারের অফিস রুমে। নতুন বন্দীদের ব্যাপারে নির্ধারিত নিয়মকানুন শেষে আমাকে কারাগারের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সন্ধ্যার অন্যরকম পরিবেশে উঁচু দেয়ালে ঘেরা একটি আবাসস্থল। যার নাম রাজবাড়ী জেলা কারাগার। তখন লক-আপ টাইম থাকার কারণে সব বন্দী ওয়ার্ডের ভিতরে। ভিতরে ঢুকতেই কিছুক্ষণ পরে একজন এসে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো এবং সমস্ত শরীর চেক করে আমদানী নামে একটি ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিলো। ওয়ার্ডে ঢুকেই শিউরে উঠলাম। কারণ ছোট্ট একটি ওয়ার্ড; সেই ওয়ার্ডের অর্ধেকের বেশি জায়গা দখল করে শুয়ে-বসে আছে অল্পসংখ্যক বন্দী আর ওয়ার্ডের পুরো মানুষ অসহায় ক্লান্ত চেহারায় গাদাগাদি করে বাকী অংশে কোনমতে বসে আছে। এর মধ্যে একজন বন্দী আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "ঐ ব্যাটা টয়লেটের কাছে গিয়ে দাঁড়া"। সম্ভবতঃ ঐ লোকটি ওয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বন্দী। আমি লোকটির কথা অনুসরণ করে টয়লেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। দেখলাম টয়লেটে ঢোকার যে সিঁড়ি সেখানেও গাদাগাদি অবস্থায় অনেকে বসে আছে। দাঁড়িয়ে তখন ভাবছি পুলিশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় পুরস্কার এভাবে পেলাম। হঠাৎ দেখি সবাই শোয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করছে; কে কার আগে শোবে। ২/৩ মিনিটের মধ্যেই সব জায়গা পরিপূর্ণ। তখনও আমিসহ অনেকে শোয়ার বাকি। এমন সময় দেখি একজন লোক একটি ছোট লাঠি হাতে বাকি লোকগুলোকে অদ্ভুত কায়দায় শোয়াচ্ছে। কায়দা হলো, কোনভাবে দুইজনের মাঝে একটু জায়গা বের করে কাত করে শোয়ানো। মাজা অর্থাৎ কোমরে ও কাঁধে পাড়া দিয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। অনেকটা ট্রাকে মাল সাজানোর মতো। যথারীতি আমিও একই কায়দায় শুয়ে পড়লাম। পা টান করলেই পায়ের দিকে শোয়া আরেক বন্দীর ঠিক বুক ও মুখ বরাবর পা চলে যাবে। বুকে পিঠে ঠাসাঠাসি হওয়ার কারণে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি সবার শরীরের ঘামে নীচে পানি জমে উঠেছে। মনে হচ্ছিলো মারা যাবো হয়তো। শোয়ার মাঝেও যে দোযখের যন্ত্রণা পাওয়া সম্ভব ঐভাবে একটি রাত বাস্তবে না কাটালে বলে বোঝাবার নয়। নিঃশ্বাস নিতে মাথাটা তুলতেই দেখি ওয়ার্ডের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে ঠিক তখনও কম্বলের আরামদায়ক বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্দীরা এবং আরো ক'জন। মনে হচ্ছিলো একই ঘরে স্বর্গ ও নরক। একই ওয়ার্ডে জোর করে এই যন্ত্রণার ফাইলের মধ্যে যখন মানুষকে শোয়ানো হচ্ছে তখন সেখানেই কিভাবে গুটি কয়েক লোক এত আরামের সাথে শুয়ে আছে। এমনি প্রশ্নের উত্তরসহ অনেক বিষয়ে জানতে পারলাম যখন নরকের একটি যন্ত্রণার রাত শেষ হয়ে পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠলো। জানলাম ঐরকম ভালো সীটে থাকতে চাইলে নগদ টাকায় সীট কিনতে হয়। শুনে অবাক হলাম। টাকা যেখানে অবৈধ (যে কারণে ঢোকার সময় আমার কাছে যে ২০০ টাকা ছিলো অফিসে রেখে আমাকে জানিয়ে দিলো যেদিন আমি বেরিয়ে যাবো সেদিন টাকাটা নিয়ে যেতে পারবো) সেখানে ভিতরে নগদ টাকার ব্যবস্থা কিভাবে হবে। জানলাম এটারও ব্যবস্থা আছে। যখন দেখা আসবে তখন ইন্টারভিউ রুমের ভিতর দিয়ে এমনকি মেইন গেটের মধ্যে দিয়েও শতকরা ৩০ টাকা বাট্টা দিয়ে টাকা ঢোকানো সম্ভব। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে করেই হোক টাকা ঢুকিয়ে একটি সীটের ব্যবস্থা করতেই হবে। ফাইলে ঐভাবে শোয়ার কারণে অধিকাংশ লোকের শরীরে ছোট বড় অনেক বিষফোঁড়া এবং বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ। পরের রাতগুলো টাকার বিনিময়ে ঐসব ভালো যায়গায় শুয়ে প্রতিদিন আমি ভাবতাম আর অবাক হতাম। এভাবেই কয়েকদিন থাকার পর বেছে বেছে সীটওয়ালা লোকগুলোকে অন্য ওয়ার্ডে বদলী দেয়া হতো। অন্যান্য ওয়ার্ডে সীট, কম্বল ও শোয়ার ক্ষেত্রে একই সমস্যা এবং একই সমাধান। এত টাকা দিয়ে সীট কিনেও শেষ নয়। ওয়ার্ড বদলী করলেই একই সমস্যা। সেজন্য প্রতি ১৫ দিন বা এক মাস অন্তর নির্দিষ্ট অংকের নগদ টাকার বিনিময়ে সীট এবং ওয়ার্ড বহাল রাখতে হতো। এ যেন বছর বছর লাইসেন্স নবায়ন করার মতো। আর অনিয়ম শুধু শোয়ার ও ওয়ার্ডে থাকার ক্ষেত্রেই নয়। এভাবেই সমস্যা ও সমাধান খাবারে, গোসলে, হাঁটা, বসবাস ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে। নগদ টাকা ছাড়া পুরো কারাগারকে মনে হতো দোযখে বসবাস। ধূমপান নিষিদ্ধ থাকায় বিড়ি, সিগারেট, গুল এবং অন্যান্য নেশাদ্রব্যের সাপ্লাই ব্যবসাও ছিলো রমরমা। ৩ টাকার প্রতি প্যাকেট বিড়ি বিক্রি হতো ১০০ থেকে ১৫০ টাকায়। ২ টাকার প্রতি কৌটা গুল ৫০ থেকে ১০০ টাকায়। আর নিষিদ্ধ সিগারেটের কারণে কেস টেবিলে নিয়ে শরীরের পশ্চাৎদেশে বেতের বাড়ির ভয় দেখিয়ে যার কাছে যেমন নগদ টাকা নেয়া যায়। এ যেন চোর পুলিশের খেলা। অথবা ঐ প্রবাদের মতোই চোরকে চুরি করতে বলে গেরস্থকে সতর্ক করা। উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও আরও অনেকভাবেই আসামীরা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক নির্যাতন ও দুর্নীতির শিকার হতো। এভাবেই আগের কারাগারে দীর্ঘ ৫ মাসে অনেক অনিয়ম দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল যা স্বল্প পরিসরে লিখে শেষ করার নয়। ৫ মাস পরে আদালতে প্রমাণিত হলো আমি নির্দোষ। বের হলাম ঐ নরক থেকে।

এবারের ঘটনা আগের ঘটনার আনুমানিক ১ বছর পর। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আবারো জেলা কারাগারে এসেছি প্রায় ৬ মাস হতে চললো। বিশ্বাস রাখি আদালতে এবারেও প্রমাণিত হবে আমি ষড়যন্ত্রের শিকার। যাহোক এটা ভিন্ন বিষয়, মূল কথায় আসি। এই নতুন কারাগারে ছয় মাসে দেখা অভিজ্ঞতা এবার জানাবো। এই নতুন কারাগারটির ভিতরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ, অনেক

আধুনিক ও বড় কারাগার এটি। কিছুদিন পূর্বে কর্তৃপক্ষ রাজবাড়ীর পুরাতন কারাগার ছেড়ে নতুনভাবে তৈরী এই কারাগারটি পরিচালনা করছে। এবার কারাগারের ভিতরে প্রবেশ করে অফিস রুমে ঢুকেই পূর্বের কিছু পরিচিত মুখ দেখে অবাক হলাম। অবাক হলাম বন্দীদের সাথে তাদের কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহার ও সম্বোধনে। অফিসের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রবেশ করলাম আমদানী ওয়ার্ডে। প্রবেশ করেই ওয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্দীদের আন্তরিক আচরণ ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হলাম। কারণ এই আমদানী ওয়ার্ডের পরিবেশ ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের আচার, ব্যবহার সম্পর্কে ইতোমধ্যে যতটুকু লিখেছি তা আমার উপলব্ধির তুলনায় অনেক কম। তাই এবারের আমদানী ওয়ার্ড আমাকে অভিভূত করেছে। যারা নতুন এসেছে তাদেরকে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিতে বলা হলো। হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া শেষ করে বসে বসে অন্য বন্দীদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে অসুবিধা হলো না এই চেহারাগুলো সেই অসহায়ত্বের চেহারা নয়। এখানে আমরা সুখে দুঃখে একই পরিবারের সদস্য। অনেক রাত পর্যন্ত পূর্বের পরিচিত কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্দীরা আগের মতো আর বন্দীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে না। ওয়ার্ডে মক্কেল পালতে পারে না। কারণ সাত দিন পরপর তাদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দায়িত্বে রদবদল করা হয় বলে এক ওয়ার্ডে থেকে তাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এছাড়া আগের প্রশাসনও তাদের শেল্টার দিতো। সেটা এখন আর সম্ভব নয়। কারণ কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কয়েকজন নিরাপত্তা সদস্য সার্বক্ষণিকভাবে কারাগারের সার্বিক বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখছে। এমনকি যে কোন বন্দীর যেকোন অভিযোগ তারা সরাসরি শুনে এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের অবহিত করে। এছাড়া আমাদের বর্তমান জেলার সাহেবও আসামীদের প্রতি অভিভাবকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনের কারণে সমস্ত অনিয়ম যেন রাতারাতি পালিয়েছে। আগের শোয়া, খাওয়া, গোসল, চুলকাটা এবং রান্না ঘরের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্যাতন ও দুর্নীতি এখন নাই বললেই চলে। কিছু পুরনো স্টাফ হঠাৎ করেই তাদের আগের চেহারা পাল্টে বর্তমান অবস্থার সাথে তাল মিলাতে বাধ্য হয়েছে। সব কিছু যেন অদৃশ্য শক্তির ছোঁয়ায় স্বপ্নের মতো মনে হয়। এছাড়াও উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে কিছুদিন পূর্বে পালিত হলো কারা সপ্তাহ। ঐদিন বন্দীদের জন্য কারাগারে বিনোদনমূলক ও প্রতিযোগিতমূলক অনুষ্ঠানমালাসহ সার্বিক আয়োজন ছিলো। আমি নিজেও অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেছিলাম। ঐদিন জেলের পরিবেশ দেখে মনে হয়েছিলো এ যেন আমার স্কুল জীবনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সেই দিন। সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্কুলের ছাত্রদের মাঝে যে চঞ্চলতা ও আনন্দ দেখেছিলাম ঐদিন কারা বন্দীদের চেহারায় সেই একই চঞ্চলতা ও আনন্দ দেখলাম। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফল ও সার্থকভাবে শেষ হওয়ার কারণ বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। জেলার সাহেবের উদার মানসিকতা ও ফজলু ভাইয়ের যথার্থ তদারকি। এজন্য বন্দীদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তবে অধিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমাদের বর্তমান কারা মহা-পরিদর্শক মহোদয়কে কারণ বর্তমান কারাগার পরিচালনার যে পলিসি তিনি গ্রহণ করেছেন তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই কারাগার।

এখনো ভালোবাসা ছিন্ন হয়নি

জেসমিন আক্তার
হাজতী নং-১২৫৭/২০০৭
চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার

আমি একজন সাধারণ কৃষক পরিবারের মেয়ে। কারাগারের গল্প প্রথম আমি আমার বাবার মুখে শুনেছিলাম। সেখানে মানুষের অনেক কষ্ট হয়। আজ বাস্তবে আমি কারাগারে বন্দী। বাইরে থেকে কারাগারকে ভয় করতাম। কিন্তু ভিতরে বন্দী থেকে কারাগারকে চিনতে পারলাম। কারাগার মানুষকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়। কারাগারে আমার এই বন্দীত্বের কারণ আমি বাবা-মা'র অবাধ্য হয়ে এক ছেলেকে বিয়ে করেছি। আমাদের দু'জনের বাড়ী একই গ্রামে এবং পাশাপাশি। সে আমাকে ছোট বেলা থেকে পছন্দ করত, কিন্তু তাকে আমি পছন্দ করতাম না। আমি বুঝতাম না প্রেম কি, শুধু বুঝতাম আমি কিভাবে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবো। তার সম্পর্কে আমি আমার বাবাকে জানাই যে, সে এসব কথা বলে। কিন্তু বাবা কিছু না বলে আমাকে সন্দেহ করতে থাকে। তখন আমি আমার বাবা-মায়ের উপর অভিমান করে তাকেই ভালোবাসতে থাকলাম। সেখান থেকেই আমাদের ভালোবাসার শুরু। পরবর্তীতে আমার বাবা আমাদের সম্পর্কের কথা জানতে পারে। তখনও এসএসসি পরীক্ষার দু'মাস বাকি। বাবা বেড়ানোর নাম করে আমাকে নানীর বাড়ী রেখে আসে। সেখানে এক মাস থাকার পরও আমার ভালোবাসা ছিন্ন হয়না। পরীক্ষা দেয়ার জন্য আবার বাড়ী ফিরে আসি। কিন্তু বাড়ী ফেরার পর তারা আমাকে নির্যাতন করতে থাকে (আমার তাই মনে হয়েছে)। বর্তমানের মতই বাড়ীতে আমাকে কারাবাস করতে হয়। বাবা পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঠিক দশ দিন আগে আমার বিয়ে দিতে চাইলে বাবার প্রস্তাব প্রত্যাখান করি। আমার ভালোবাসার মানুষকে গোপনে বিয়ে করি। জানাজানি হওয়ার পর আমার বাবা-মাকে বুঝাতে পারিনি। উল্টো ঘরের মধ্যে আমাকে চার দিন বন্দী থাকতে হয়। তারপর এক রাতের অন্ধকারে আমি পালিয়ে যাই আমার স্বামীর ঘরে। সেখান থেকে রাত তিনটার দিকে আমাকে এবং আমার ভালোবাসার মানুষকে পুলিশ ধরে আনে এবং তারপর থেকেই আমাদের কারাবাস শুরু। জানিনা আমার বাবা-মায়ের সাথে কবে দেখা হবে। শত অভিমান সত্ত্বেও তারা আমার বাবা-মা।

কারারক্ষী প্রশিক্ষণ
Warders' Training

কারারক্ষীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে নবীন ও নিয়মিত কারারক্ষীদের বৎসরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ১৫ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে রাজশাহী কারারক্ষী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৮তম ব্যাচে ১৭৮ জন কারারক্ষীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। সমাপনী কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন রাজশাহী বিভাগের কারা উপ মহাপরিদর্শক মেজর হাফিজুর রহমান। কারারক্ষীদের প্রশিক্ষণে গতানুগতিক বিষয়ের বাইরে রোপ, বীম, ওয়ালসহ বিভিন্ন বাঁধা অতিক্রম ও রায়ট কন্ট্রোল বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নবীন কারারক্ষীদের অবসটেকল কোর্সে অংশগ্রহণ
Recruits taking part in obstacle course

নবীন কারারক্ষীদের সমাপনী কুচকাওয়াজ
Passing out parade of recruit warders

চৌকস কারারক্ষী পদক গ্রহণ করছে
Best recruit receiving trophy from chief guest

কারারক্ষী প্রশিক্ষণ
Warders' Training

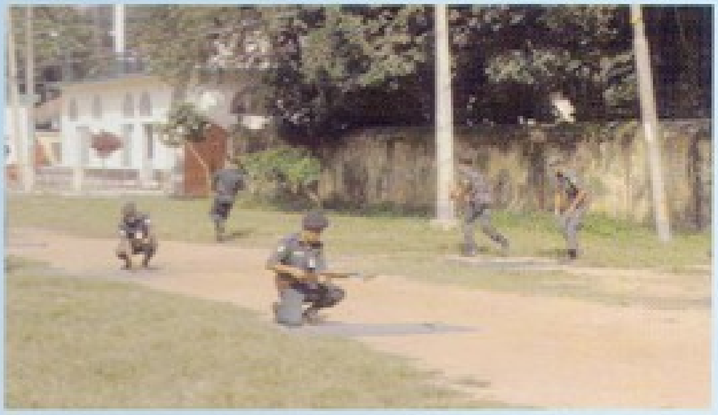

কারারক্ষীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও ফায়ারিং
Weapon training including firing practice by warders

মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণরত কারারক্ষী
The warders being trained on martial art

ডেপুটি জেলারদের প্রশিক্ষণ
Deputy jailers' training

কারারক্ষী প্রশিক্ষণ
Warders' Training

এলার্ম স্কীম অনুশীলন
Alarm scheme, an emergency measure practiced by warders on regular basis

কারাগারের যেকোন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য কারারক্ষীদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। যার প্রেক্ষিতে প্রতিটি কারাগারে মাসে অন্তত দু'বার এলার্ম স্কীম অনুশীলন করা হয়। যে সকল বিষয়ের উপর এলার্ম স্কীম অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কারাগারের প্রধান ফটক অবরোধ, বন্দী/কারারক্ষী জিম্মি, বহিরাগত কর্তৃক কারাগার আক্রমণ, বন্দী পলায়ন, বন্দীদের বিশৃংখলা দমন ইত্যাদি।

কারা ওয়ার্কসপ
Prisons Workshop

গত ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে জার্মান ভিত্তিক এনজিও প্রতিষ্ঠান GTZ এর আয়োজনে Alternative Strategies for Women and Children in Safe Custody শীর্ষক দুই দিনের একটি কর্মশালা হোটেল রেডিসন-এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন উপদেষ্টা গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন জার্মান রাষ্ট্রদূত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আবদুর রশিদ, কারা মহাপরিদর্শক এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

কারা মহাপরিদর্শক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
IG Prisons delivering speech in inaugural ceremony

গত ২৭ জুলাই ২০০৭ তারিখে ইউএনএফপিএ কর্তৃক পরিচালিত Reproductive Health and Gender Issues বিষয়ক দুই দিনের একটি Sensitization Workshop কারা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কসপে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক।

The Additional IG Presenting in a workshop on Reproductive Health and Gender Issues

মতি মিয়ার স্বপ্নচারণ-২

দেবদুলাল কর্মকার
ডেপুটি জেলার
সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার

উজ্জ্বল দীপ্তিময় স্বপ্নাবেশে তালেব মাস্টার। অচেনা কণ্ঠের আহ্বানে ধড়ফড় করে জেগে উঠলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। তাকে কে ডেকেছে খোঁজার এতটুকু ইচ্ছা নেই। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটেনি। ক্ষুধার জ্বালা, ক্লান্ত শরীরকে অবশ করে নিদ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নাবেশে নিয়ে যেতে চায়। দু'হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে অতিকষ্টে মাথা জাগিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। অনেক অজানা অচেনা ব্যক্তি কারাগারের হাসপাতালের বিছানায় বসে আছে। তবে অধিকাংশই তার মত বয়োবৃদ্ধ নয়, যাদের নেই রোগ কষ্টের বেদনাবোধ। কিছু সময় পর ডাক্তার এলেন। তার নাড়ি দেখলেন। নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। তালেব মাস্টারের মনে হল ডাক্তার মায়া মমতাসহ তার জীবনের সব বিদ্যা নিয়ে যেন তার কাছে এলেন। জীবনে অসুখে ইতোপূর্বে যেখানে দু'একটি ট্যাবলেট/ বড়ি ছাড়া কোন ঔষধ মেলেনি সেখানে এ গরীব মাস্টারের শরীরে রোগ-ব্যাধির অন্বেষণে ডাক্তারের উৎসাহ মতি মিয়ার কাছে অত্যাশ্চর্য মনে হয়।

ভগ্নপ্রায় দেহকে জোর করে টেনে তুলে বিছানায় বসলেন মতি মিয়া, যাকে সবাই তালেব মাস্টার বলেন। হঠাৎ চারদিকে মৃদু গুঞ্জন। স্থূলকায় ভুঁড়িওয়ালা কালো গোঁফের গাঢ় সবুজ রঙের পোশাক পরিহিত একজন গম্ভীর কণ্ঠে জানিয়ে গেলেন, বড় সাহেব আসছেন। বড় সাহেব: কারাগারের যিনি নিয়ন্ত্রণকর্তা। তার আগমন বার্তায় কারাগারের এক বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন মতি মিয়াকে মোহিত করল। অবাক হলেন তিনি। শুধু একটি বাক্য-বড় সাহেব আসছেন! কত দ্রুত সবকিছু বদলে দিতে পারে। যেন মিরাকল। মতি মিয়া লক্ষ্য করলেন এ আগমন বার্তা বদলে দিল কারাগারের মানুষগুলোর রূঢ় আচরণ, জাগিয়ে তুলল একের প্রতি অন্যের নিঃস্বার্থ সহমর্মিতা ও সদ্ভাব। দু'হাতের তালুতে মাথা রেখে মতি মিয়া ভাবছেন শুধু কারাগারের নিয়ন্ত্রণকর্তার আগমনে কারাগারের এমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন হলে যিনি জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা, তিনি দেশের সবার সম্মুখে এলে কি হতে পারত। হাসপাতালের বিছানায় বসে দু'হাত তুলে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন, হে মালিক, জীবনে তোমার কাছে নিজের জন্য কিছুই চাইনি। জেনেছি তুমি সর্ব শক্তিময়। আজ তোমার কাছে শুধু একটি ফরিয়াদ, তুমি একবার সর্বসম্মুখে উপস্থিত হয়ে সকল অসুরিক শক্তির বিনাশ সাধন করে দাও। জগৎকে উচ্ছ্বসিত করে তোল, ঠিক যেমনটি আজ কারাগারে হয়েছে।

হাসপাতালে শুয়ে মতি মিয়ার ভাবনার শেষ নেই। আপন মনে বিড়বিড় করছেন। কারাগারের হাসপাতালে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা দেয়া হয়। কিন্তু মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা ছাড়া কি সমাজের এই পথভ্রষ্ট অপরাধী মানুষগুলোকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যাবে ? শরীর ভাল করতে হলে মনকে ভাল রাখতে হবে। মনোদৈহিক বৈকল্যই তো রোগ। কথায় আছে, "মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আধার হয়, ঐটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধির জয়"। সমাজের বিকৃত আচরণশীল মানুষগুলোইতো অপরাধ করে কিংবা অপরাধের ঘটনার সাথে কোন না কোনভাবে জড়িয়ে কারাগারে আসে ।

ভাবতে ভাবতে মতি মিয়ার তন্দ্রা এল। স্বপ্নে বিভোর হলেন। ভাবনায় এল মানুষ, মনুষ্যত্ব ও মন গঠনের কত কি। ভাবনার মধ্যে মতি মিয়া চলে গেলেন তার সাধের গড়া পাঠশালায়। মতি মিয়া তার ছাত্রদের বলছেন, লেখাপড়া করে মানুষ হও। তাহলে কি এরা মানুষ হয়ে জন্মায়নি? এতকাল তিনি বলেছেন লেখাপড়া করে মানুষ হও। কিন্তু এর অগ্র পশ্চাৎ ভাববার ফুরসৎ মেলেনি। ভাব দর্শনে এল পৃথিবীর জীবকুলে আমাদের জন্ম। জন্মের পর আমাদের শিক্ষা লাভ করে, জ্ঞানার্জন করে মানুষ হতে হয়। সামাজ বিজ্ঞানীদের মতে, Socialization প্রক্রিয়ার ভিন্নতার জন্যই মানুষে মানুষে প্রভেদ দেখা দেয়। কেননা সামাজ, পরিবার ভেদে Socialization-এর তারতম্য ঘটে। এর মাধ্যমেই বিবেকের গঠন হয়,ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। মতি মিয়ার পরিমিত ধারণায় Socialization- এর বিচ্যুতির জন্যই মানুষ অপরাধী হয়। বিপথগামী হয়। কেউই অপরাধী হয়ে জন্মায় না। জন্মের পর তার সমাজ তাকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। হঠাৎ মতি মিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মধ্যবয়সী এক কয়েদী তাকে দুপুরের খাবার নেয়ার জন্য ডেকে তুললেন।

বেশ ক'দিন পার হল, হাসপাতালে মতি মিয়া অনেক সুস্থ্য বোধ করছেন। হাসপাতালের ওষুধ আর পথ্যে নিজেকে সবল মনে হল। হাসপাতালের পুষ্টিকর খাবার মতি মিয়াকে অবাক করল। একই ওয়ার্ডের মধ্যে কেউ পায় রুটি, ডাল, সামান্য গুড় আবার কেউ পায় ডিম, দুধ, মাখন, রুটি, কলা। এটা কেমন বৈষম্য তা মতি মিয়ার জানা নেই। মতি মিয়া মনে করেন সুষম খাবার সবাইকে দেয়া উচিত। মতি মিয়া আজ এক বিশেষ পারমিশন পেয়েছেন কারাগারের সব ওয়ার্ড ঘুরে দেখার, সবার সাথে কথা বলার। মতি মিয়া সকালেই নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কত বন্দীর সাথে প্রাণ খুলে কথা বললেন। সুখের সঙ্গে দুঃখের বিনিময় করলেন, নিজের ভাবনার সঙ্গে অন্যের ভাবনার মিশ্রণের নির্যাস খুঁজলেন। ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় পার হল। অনতিদূরে একটি নিম গাছ। বয়সের ভারে বেঁকে যাওয়া দেহকে নিজেই ঠেস দিয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নিম গাছ দেখে মতি মিয়ার স্কুলের কথা মনে পড়ল। নিজের হাতে গড়া স্কুল। স্মৃতির রোমন্থনে ভেসে এল কৈশোরের স্বপ্নময় জীবনের কথা। একটি ছোট নিম গাছ। রোপন করেছিলেন নিছক সখের বশে। এন্ট্রান্স পাশ

সাহিত্য পাতা
Literature

করে নিজের গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মানসে নিম গাছের পাশেই পাঠশালা গড়লেন। দু' একজন করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় বাড়ল। নিম গাছও আকাশের দিকে ডালপালা ছাড়ল। মতি মিয়ার জীবন সায়াহ্নে নিম গাছই একমাত্র সঙ্গী। কত ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে এল, আবার চলে গেল। কিন্তু নিম গাছ মতি মিয়াকে ছেড়ে চলে যায়নি, অকৃতজ্ঞ হয়নি। ডালপালা ছড়িয়ে চৈত্রের দুপুরে অসহনীয় রোদে সুশীতল ছায়ায় সবাইকে প্রাণ জুড়ানোর জায়গা করে দিয়েছে। মতি মিয়া কারাগারের নিম গাছের নীচে বসে পড়লেন। আজ তিনি একটুখানি স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন। কারাগার ঘুরে তিনি অনেক বন্দী দেখলেন মনোবিকারগ্রস্থ। শুধু ডিপ্রেশন নয়, সিজোফ্রেনিয়া, ডিমেনশিয়া, ডেলিরিয়াম রোগের লক্ষণ রয়েছে অনেক বন্দীর মধ্যে। অভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে, লোভে পড়ে অপরাধে জড়িয়ে মানসিক পীড়নে এ অবস্থায় পতিত হয়েছে। মতি মিয়ার ভাবনায় এল Socialization- এর ত্রুটি-বিচ্যুতির চরম পরিণতির তিক্ত ছবি। ধিক্ হে সমাজ ! যে সমাজ তার সন্তানদের অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে টেনে নিতে পারে না, আলোর পথ দেখাতে পারে না। মতি মিয়ার চোখে ভেসে এল স্কুল আর নিম গাছের সুশীতল ছায়া, যেখানে বৃক্ষরাজির মৃদু বাতাসে সবুজ ঘাসের বিছানায় দু'হাতের তালুতে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন নির্লিপ্ত চোখে।

কার্টুন

পরিকল্পনায় : ডেপুটি জেলার তালেব
নিরাপত্তা সেল, কারা অধিদপ্তর

সা হি ত্য পা তা
Literature

মানব

মোঃ মনির হোসেন
জেলার
পিরোজপুর জেলা কারাগার

তুমি মানব, তুমি হবে বিবেকবান,
তুমি সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব, তুমি মহীয়ান
তুমি হৃদয়বান, জীবে দয়া তোমার ধর্ম,
ন্যায়নিষ্ঠা, সুন্দর সার্বজনীন তোমার কর্ম।
সত্যের সাধক তুমি, তুমি নিষ্ঠাবান,
সারল্য-মাধুর্যে ভরা তোমার মন-প্রাণ।
অন্যায়ের প্রতিবাদে বলিষ্ঠ তুমি সদা-সর্বদা,
ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সত্য কাজে নেই তোমার কোন বাধা।
নম্র স্বভাব, নিরহংকার তুমি, অনাথের আশ্রয়
নির্যাতিতের পাশে তুমি, বিপদে তাদের সহায়।
মানব প্রেমে নিবেদিত তুমি, সে যে বড় সাধনা,
আচার ব্যবহারে মুগ্ধ সবে, যার নেই তুলনা।
তুমি সৃষ্টিকর্তার সৈনিক, মহাপুরুষের পথে,
সদা বিচরণ তোমার, থাকো সদা ধর্মমতে।
নিজ জীবন গড়ায় সদা ব্রতী, তুমি কর্মময়,
সফল হবে তোমার জীবন, হতে পারে স্বর্গজয়।

আমরা দুঃসাহসী অতন্দ্র কারারক্ষী

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরদার
কারারক্ষী নং-০৩৩৫৪
চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার

কঠোর পরিশ্রম করে দিবা-রাত্রে সেই নিরাপত্তা
অতীতের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, ঝেড়ে মুছে শুরু হয়েছে আধুনিকতা
আমরা দুঃসাহসী অতন্দ্র কারারক্ষী।
অসহায় বন্দীদের স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসা
আমরা দুঃসাহসী অতন্দ্র কারারক্ষী
অসুস্থ বন্দীদের মাঝে সেই সুচিকিৎসা ও সেবা
প্রকৃতির দুর্যোগ ঘনঘটা উপেক্ষা করে কারাগারে সেই নিরাপত্তা
অনিয়ম, দুর্নীতি, জুলুম, অত্যাচার অবসান হয়েছে কালের পরিবর্তনে
আমরা দুঃসাহসী অতন্দ্র কারারক্ষী
চার দেয়ালের মাঝে বন্দীদের সেই ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক উপদেশ
নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্য হাতে তুলে সেই পাঠ্যবই।
নতুন বন্দীর আগমনে জানিয়ে সেই তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা
ভুনা খিচুড়ি খাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তার কারাজীবন।
আমরা দুঃসাহসী অতন্দ্র কারারক্ষী।
বন্দীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য
কারা ক্যান্টিন তৈরী করেছে কারা প্রশাসন
যা ইতিহাসে এই প্রথম
আমরা দুঃসাহসী অতন্দ্র কারারক্ষী।
কারা ক্যান্টিনে সকালে ও বিকালে মুক্ত মানুষের মত
বন্দীরা চা আপ্যায়নের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে পারে
তাই বন্দীদের মাঝে নাই তিক্ততা, বিষণ্ণতা
নেই উৎকণ্ঠা, হতাশা
আমরা দুঃসাহসী অতন্দ্র কারারক্ষী।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

প্রবল সরকার
কারারক্ষী নং-২২০৩৫

যানজটমুক্ত শহর থেকে
শত ক্রোশ দূরে,
সেথায় আছে একটি গ্রাম
সবুজ ছায়া জুড়ে,
সেই গ্রামের মনঅফিসে
প্রিয়ার আসন ফাঁকা।
আবেদন করে দেখতে পারেন
ঘুরাতে ভাগ্যের চাকা।

এই আবেদনের শিরোনাম হল-
'মনের মানুষ চাই'
বিবাহিত হলে আবেদন করার
কোন দরকার নাই।

যোগ্যতা-
প্রেমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
হয়নি যার এডমিশন
অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রেম বিষয়ে
শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।
সুদর্শনা, সুমনা, মেঘকালো
যার দীঘল চুল
সবার আগে তার স্থান
এ ক্ষেত্রে হবে না ভুল।

বেতন-ভাতা-
সারাজীবন রাণীর মতন
বসে বসে খাবেন
পাউডার, স্নো, গয়না, শাড়ী
সবই ফ্রি পাবেন।

প্রয়োজনীয় কাগজপাতি-
একতরফা আপনার প্রেমে
মুগ্ধ যাদের মন
তাদের চিঠি সংযুক্ত করে
করুন আবেদন।
সেই সাথে আপনার এক কপি
কালার ছবি দিবেন
ছবি তোলার আগে কিন্তু-গো
মেকাপ নাহি নিবেন।

সতর্কতা-
নাক ডেকে ঘুমানোর অভ্যাস
যদি কারো থাকে
এই চাকুরি হতে সে
থাকে যেন ফাঁকে।

সা হি ত্য পা তা
Literature

টাকার মূল্যায়ন

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
জেলার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার

টাকা দিয়ে ঘড়ি কেনা যায়,
কিন্তু সময় নয়।
টাকা দিয়ে প্রাসাদ গড়া যায়,
কিন্তু শান্তির নীড় নয়।

টাকা দিয়ে শয্যা কেনা যায়,
কিন্তু নিদ্রা নয়।
টাকা দিয়ে গাড়ি কেনা যায়
কিন্তু মন নয়।

টাকা দিয়ে গ্রন্থ কেনা যায়,
কিন্তু জ্ঞান নয়।
টাকা দিয়ে তোষামোদ পাওয়া যায়,
কিন্তু শ্রদ্ধা নয়।

টাকা দিয়ে বিত্তবান হওয়া যায়,
কিন্তু আদর্শবান নয়।
যদিও জগতে টাকার প্রয়োজন হয়
কিন্তু টাকা দুনিয়ার সবকিছু নয়।

শেষ বিকেলের মেয়ে

রিতন সরকার
কারারক্ষী নং- ২২১৩২

শেষ বিকেলের মেয়ে তুমি জোৎস্না ধরা চাঁদ
তোমায় দেখে স্নিগ্ধ হয় ব্যস্তহীন প্রতি রাত।
আকাশেতে তারা যখন মিটিমিটি জ্বলে
স্বপ্নেতে আস তুমি আমার প্রিয় বলে।
ভোরের প্রথম আলোর মত
শান্ত তোমার মন
ঠেলে দিওনা কখনও দূরে
রেখ করে আপন।
মুখেতে তোমার ফুটে থাকে হাসি সারাক্ষণ
সে হাসি কাড়তে পারে অচীন পথিকের মন।
অবশেষে বলব আমি তুমি যে আমার আশা
চাই যে আমি পেতে তোমার অনন্ত ভালবাসা।

৬৪ জেলার বাংলাদেশ

লুৎফর রহমান
হাজতী নং- ৫০৬/০৭
বান্দরবান জেলা কারাগার

দিনাজপুর, জামালপুর, রংপুর, শেরপুর, মাদারী-
পুর
লক্ষীপুর, শরীয়তপুর, ঘুরে পিরোজপুর,
মেহেরপুর, চাঁদপুরেতে এসে,
ফরিদপুর বা গাজীপুর, আসলাম অবশেষে।
সিরাজগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, হবিগঞ্জের পাশে
নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ,মুন্সিগঞ্জ আছে।
গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ পেলে
মৌলভীবাজার ও কক্সবাজার দু'টি বাজার মেলে।
লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, বাগেরহাটে যাও
নওগা যদি খারাপ লাগে, যাওনা ঠাকুরগাঁও
চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম কেমন ছিল
নড়াইলের সাথে যেমন মেলে টাঙ্গাইল।
নোয়াখালী, পটুয়াখালী এবং ঝালকাঠি
খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পাশে রাঙ্গামাটি।
নীলফামারি, রাজবাড়ী এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
রাজশাহী, পঞ্চগড় গেলাম পাবনা ছাড়িয়া
নাটোর, যশোর, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়াতে যাবো
ময়মনসিংহ আর নরসিংদীতে কত কিছু পাবো।
সিলেট, ঢাকা, নেত্রকোনা, ফেনী, কুমিল্লা
ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা এবং সাতক্ষীরা।
যাও বগুড়া, যাও মাগুরা, খুলনা, জেলার শেষে
সাঙ্গ সফর বরগুনা আর বরিশাল এসে।

প্রজ্জ্বলিত শিখা

মোঃ আশরাফুজ্জামান
কয়েদী (বর্তমানে মুক্তিপ্রাপ্ত)
যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগার

বেনিয়া শাসকের শাসনের বলে
নির্মম আইনের ছলে,
যুগ যুগান্তরের প্রচলিত প্রথা
স্বাধীন দেশেও ছিলো নিপীড়নের হোতা।
এ আঁধার তিমিরে
বিনিশার অন্ধকারে;
জ্বালালে প্রজ্জ্বলিত শিখা
হয়ে প্রদীপ্ত বিশিখা।
জ্বরগ্রস্থ আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের বুক
শত খন্ডে বিদীর্ণ করি
এলো এক নতুন রবি
হয়ে নয়াদিগন্তের ছবি।
কে তুমি মানব ?
যুগের মসিহ্ তুমি মোমির !
জীবন্মৃত লাশের অন্তরে
ব্যথিত হৃদয়ের গভীরে
অসহায় মনের মন্দিরে;
জাগালে অহিংস মানবাত্মা
শত স্বপ্নিল সত্তা ।
শত শতাব্দীর ইতিহাসে কভু
দেখেছে কে কোথা ?
বন্দী কবির কলমে কর্তার নামে কাব্য লেখা ?
কৃত কর্তব্য, পেশাদারিত্বে,
সততায় নিষ্ঠায়,
সৈনিক তুমি সাহসী জোয়ান
তুমি সুমহান মহৎ প্রাণ,
কীর্তি রবে তোমায় অনাদিকাল-অম্লান।
বোধ, বোধি-সত্তা, আত্মার-তাড়নায়
স্ব-শ্রদ্ধ-শ্রদ্ধায়,
এই কবিতা লেখা।
এ লেখা অর্ঘ্য মাখা।

মৃত্যুদন্ড ঃ পক্ষে-বিপক্ষে

মোঃ ফোরকান ওয়াহিদ
ডেপুটি জেলার
সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার

দন্ডবিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড বা ফাঁসি। বাংলাদেশ দন্ডবিধি অনুযায়ী ৬ টি অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে ঃ

১। রাষ্ট্রদ্রোহিতা
২। মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্যদান
৩। নরহত্যা
৪। নাবালক বা উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যায় সহায়তা
৫। যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তির হত্যার প্রয়াস
৬। নরহত্যার সাথে ডাকাতি

তাছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনসহ আরো কিছু আইনে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে।

শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ডের ব্যবহার অতি প্রাচীন হলেও এটি নিয়ে অনেক বিতর্ক দেখা যায়। মানুষ জীবন লাভ করে প্রাকৃতিকভাবে। সেই প্রকৃতি প্রদত্ত জীবন আইনী প্রক্রিয়ায় মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে। মৃত্যুদন্ড প্রাচীনকাল থেকে নানাভাবে কার্যকর ছিল। প্রাচীনকালে মানুষকে আগুনে বা পানিতে নিক্ষেপ করা হতো বা গহীন বনে রেখে আসা হতো। যদি আগুনে পুড়ে বা পানিতে ডুবে মারা না যেত কিংবা বনের হিংস্র পশু খেয়ে না ফেলতো তাহলে ধরে নেয়া হতো দন্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডের মত অপরাধ করেনি। প্রাচীনকালে মৃত্যুদন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ আইন ছিল না। শাসক শ্রেণীর বিরাগভাজন হলে অনেক ছোট অপরাধেও অনেককে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হতো। গ্রীক ইতিহাসে সক্রেটিসের মৃত্যুদন্ড এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতীয় ও বৈদিক সভ্যতাতেও মৃত্যুদন্ড অতি প্রয়োজনীয় শাস্তি হিসাবে বিবেচিত ছিল। যুগ যুগ ধরে চলমান বিতর্কে বর্তমান পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশে মৃত্যুদন্ড রহিত করা হয়েছে। শাস্তি হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে মৃত্যুদন্ড প্রচলিত থাকলেও ক্রমেই এর বিরুদ্ধে জনমত জোরদার হচ্ছে। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বসহ অনেক দেশে যেখানে মৃত্যুদন্ড রহিত আছে সেখানে অত্যধিক অপরাধ প্রবণতার কারণে পুনরায় মৃত্যুদন্ডের আইন করার পক্ষে শক্তিশালী জনমত সৃষ্টি হচ্ছে। নিউইয়র্কের মত মাত্রাতিরিক্ত অপরাধপ্রবণ শহরে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যুদন্ড-শাস্তি না থাকার কারণে খুন, ডাকাতি, বলাৎকারের মত অপরাধের সাথে অপরাধীরা যে কোন পর্যায়ের নিষ্ঠুরতা করে থাকে। তাই ১৯৯৫ সালে সেখানে পুনরায় মৃত্যুদন্ডের আইন কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশেও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা কম নয়। মানবাধিকার সংস্থাগুলো মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা করলেও এ দেশে মৃত্যুদন্ড কার্যকর অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দেশে মৃত্যুদন্ড কার্যকরের নানাবিধ পদ্ধতি থাকলেও বাংলাদেশে এখনো সনাতন পদ্ধতিতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

মৃত্যুদন্ডের পক্ষে বা বিপক্ষে যতই জোরালো যুক্তি পেশ করা হোক না কেন, এর কার্যকারিতা ও ফলাফল নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। যেমন ১৮১৪ সালে এক জোড়া জুতো চুরির অপরাধে আট, নয় ও এগার বছরের তিনটি বালককে ইংল্যান্ডে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বার্লিনের মত স্থানে জীবন্ত পুড়িয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ব্যবস্থা ছিল।

আইন মানুষই প্রয়োগ করে, ঈশ্বর বা ফেরেশতার হাত এখানে সরাসরি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কাজেই আইনের প্রয়োগে কিছু ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ড থাকলে, বিশেষ করে এর অপব্যবহার হলে, এর বিপক্ষে যুক্তি ও জনমত জোরালো হয়। কিন্তু এ অজুহাতে মৃত্যুদন্ড রহিত করা হলে এর ফলাফলও ভয়াবহ হতে পারে। যেমন পাশ্চাত্যের কিছু দেশে পেশাদার খুনী কিংবা শিশু হত্যাকারীদেরও বিচারকরা মৃত্যুদন্ড দিতে পারছেন না। কারণ সেখানে আইন করে মৃত্যুদন্ড রহিত করা হয়েছে।

মৃত্যুদন্ডের পক্ষে ও বিপক্ষে বেশ কিছু জোরালো যুক্তি রয়েছে ঃ

মৃত্যুদন্ডের পক্ষে যুক্তি ঃ

১। প্রত্যেকেরই বাঁচার অধিকার আছে। নরহত্যাকারীরা এক বা একাধিক নির্দোষ প্রাণের এ অধিকার হরণ করে। ফলে সে নিজে বেঁচে থাকার অধিকার হারায়। মৃত্যু শুধু তার শাস্তিই নয়, এটি তার যথার্থ প্রাপ্যও বটে।

২। কেউ কাউকে হত্যা করার কথা ভাবলেও মৃত্যুদন্ডের কথা চিন্তা করে বাস্তবে সে যেন হত্যাকারী হয়ে না যায়। নিজের জীবন রক্ষার্থে প্রতিটি মানুষ হবে অন্যের জীবনের জিম্মাদার।

৩। শুধু হত্যাই নয় অন্য যে সব অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে তা করার পরিকল্পনাও কোন অপরাধী সহজে করবে না।

৪। মৃত্যুদন্ড মানুষকে সব সময় একটা ভীতির মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়। এমনকি অপরাধ করার সময়ও অপরাধী ভুলে যায় না যে, অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলে তার মৃত্যুদন্ড হতে পারে।

সাহিত্য পাতা
Literature

৫। মৃত্যুদণ্ডের ভয় শৈশব থেকে চরম অপরাধ প্রবণতা রোধ করতে সহায়ক।

৬। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের খবর যেহেতু বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচারিত ও আলোচিত হয় তাই অন্যান্য অপরাধীদের উপরও এর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

৭। মৃত্যুদণ্ডের খবর অনেক সময় অপরাধীদের এক ধরনের মানসিক শান্তি দিতে সমর্থ হয়। অপরাধী নতুন করে নিজের ও অন্যের জীবনের মূল্য বুঝতে শিখে।

৮। কিছু অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখার ফলে ঐ সব অপরাধের প্রতি সমাজের সকলের তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে যুক্তিঃ

১। শাস্তিদানের উদ্দেশ্য যদি সংশোধন হয়ে থাকে মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ। মৃত্যুদণ্ডে অপরাধীর জীবন নাশই হয়। তার নিজের কোন সংশোধন এতে সম্ভব নয়।

২। মৃত্যুদণ্ড একবার কার্যকর হয়ে গেলে বিচারের ভুল আর সংশোধন করা সম্ভব নয়। অথচ অপরাধীকে অন্য কোন সাজা প্রদান করা হলে বিচারকার্যের যে কোন ভুল সংশোধন করা সম্ভব।

৩। মৃত্যুদণ্ড নিষ্ঠুরতা। এর পরিবর্তে অন্য কোন সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হলে অপরাধীর শাস্তিও হয় এবং তার দ্বারা কাজও করিয়ে নেয়া যায়।

৪। শাস্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ব্যবহৃত হলে নিরপরাধ মানুষ বলির কারণ হতে পারে।

৬। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে অপরাধীর পরিবার পরিজনের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য।

পরিশেষে বলা যায়, মৃত্যুদণ্ড নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন বা এর পক্ষে বিপক্ষে যত যুক্তিই পেশ করা হোক না কেন এ কথা অনস্বীকার্য যে, অপরাধপ্রবণ দেশে এর যথার্থ ব্যবহার দুর্ধর্ষ অপরাধ কমাতে যেমন সহায়তা করে অন্যদিকে এর অপব্যবহার হলে তা জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

মোটিভেশন
Motivation

মোঃ হাবিবুর রহমান
ডেপুটি জেলার
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জেলা কারাগার

রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ এই শ্লোগানকে ঘিরে কারা বিবর্তনের নতুন রূপ আমরা লক্ষ্য করছি। জগতের বিবর্তনশীলতাকে বুঝতে গিয়ে হিরাক্লিটাসের সেই বিখ্যাত উক্তি, "One cannot step twice into the river." জগতের পরিবর্তনশীলতার মাঝে কারা বিবর্তনও সংযুক্ত। তাই বিবর্তন হচ্ছে বন্দীদের বোধেরও। বর্তমানে জোরেশোরে প্রতিটি কারাগারে কারাবন্দীদের মোটিভেশন কার্যক্রম চালু হয়েছে। তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে নৈতিকতা। চরিত্রস্খলনের জন্য আজ তারা কারাকুঠুরীতে আবদ্ধ। কিন্তু তারা অবহেলা ও ঘৃণার পাত্র নয়। তাদের আজ আমরা অপরাধী বলতে পারছিনা। কেননা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ভাষায়, "Health is a state of physical, mental, social and spiritual well being, not merely absence of disease or minor infirmity." সুতরাং এ সজ্ঞায় বন্দীরা অসুস্থ। তাদেরকে সুস্থ করার টনিক হচ্ছে মোটিভেশন। তাদেরকে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কুফল, হালাল হারাম আয়ের পার্থক্য, পরিবেশ উন্নয়ন, মৎস চাষ, এইডসের ভয়াবহতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আরো কত বিষয়ে আত্মসচেতন করে তুলছি। উপরন্তু তৈরী করছি একজন ভাল স্বামী, ভাল পিতা, ভাই ও বন্ধু যাতে তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবন হয় সুন্দর। এটাইতো জীব প্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়-"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি, কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এভাবেই বন্দীদের মাঝে আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। মহৎ ও উন্নততর জীবনের প্রেরণা সৃষ্টি বিশাল অর্জন নয় কি ?

আমরা তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ঘৃণার পাত্র নও, চল আজ আমরা মেডিটেশনে বসি, জীবনের কোন এক মূল্যবান মুহূর্তে অনিষ্ট যা কিছু করেছি তার জন্য আজ প্রভুর কাছে অনুতপ্ত হই। সম্ভাবনার বাণী হচ্ছে- "Time is a great healer" ধৈর্য্য ধর, এ কষ্ট দূরীভূত হবে, মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় আবার তুমি স্বাধীন হবে। চল এবার ঘড়ি, টিভি, ফ্রিজ মেরামত, কাগজের প্যাকেট তৈরি, ব্যানার লেখা ইত্যাদি শিখি ও শেখাই। চল আমরা রবী গুরুর সেই বিখ্যাত উক্তিটি, "সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি" মিথ্যা প্রমাণিত করি। কারাবন্দীদের মানুষ গড়ার কারিগর আমরাও হতে পারি। এর চেয়ে মহান পেশা আর কি আছে!

আমি একজন কারাবন্দী মুক্তিযোদ্ধা পাচুর কথা জানি যিনি প্রত্যুষে জেগে সকল বন্দীকে ক্লাশে বসিয়ে পড়ার জন্য তাগিদ দেন। কেউ না আসতে চাইলে ভীষণ মন খারাপ করেন। মোটিভেশন ক্লাশ, অক্ষর জ্ঞান, স্বাক্ষর জ্ঞান সৃষ্টি করা তার নেশা। এ নেশায় অনেক বন্দীকে আমরা জাগ্রত করতে পারি। শুধু ভালবাসায় সব জয় করা যায়। আমরা জানি, Man is not born criminal. বিভিন্নমুখী প্রভাবের মিশ্র ক্রিয়ায় সে তার জীবন ধারাকে ভিন্ন ভিন্ন খাতে চালিত করে। এ খাতে চলতে তার মনের মধ্যে যে কালিমা লেপন হয়েছে তা আমরা কারা শিক্ষক/অভিভাবক আন্তরিক ছোঁয়ায় মুছে ফেলতে পারি। তাদের পাশে আমরাও আদর্শ হতে পারি। শত প্রতিকূলতার মাঝেও কারা সংস্কারে আজ আদর্শ দণ্ডায়মান। বন্দীদের মোটিভেশন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করাই আজকের কারা দর্শনের প্রধান কাজ। সুতরাং কারা মোটিভেশন আন্দোলনের স্রষ্টাকে জানাই সাধুবাদ।

স্মৃতির পাতায় কিছু স্মরণীয় ঘটনা

নাসির উদ্দিন
কয়েদী নং- ১৪৩৩/এ
বান্দরবান জেলা কারাগার

মাতৃগর্ভ থেকে কান্না দিয়ে শুরু হয়েছিল জীবন। সকল জীবন জানি শুরু হয় ঐ একইভাবে। সময় পেরিয়ে আসা কত জ্ঞাত অজ্ঞাত ঘটনা অতিবাহিত করে এসেছি তা উপস্থাপন করা অনেক সময়ের ব্যাপার। তবে স্মৃতির পাতায় আমার লেখনীতে সামান্য না লিখলেই নয়। সেই মফস্বল গ্রামের অশিক্ষিত বিধবা মায়ের ইচ্ছা ছিল অন্ততপক্ষে তার সন্তানদের ডিগ্রী লাভ করিয়ে ভাল চাকুরীর ব্যবস্থা করতে না পারলেও বেঁচে থাকার জন্য জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ব্যবসা-বানিজ্য করে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এই প্রত্যাশায় সৃষ্টি কর্তার উপর বিশ্বাস আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছেন সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার। এই পর্যন্ত হাল না ছেড়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে প্রত্যাশায় দিন গুনছেন। তবে সন্তানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত যে আত্মত্যাগ, পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করে এসেছেন তারই ফলশ্রুতিতে দীর্ঘকাল সময় অতিবাহিত মায়ের জীবনের বিনিময়ে উৎসর্গ করা জীবনকে প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধি করে। তার সন্তানরা জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায়। এই সুফল পাওয়ার চেতনায় আশান্বিত হয়ে চলে প্রকৃতি ও জীবনের তরঙ্গমালা। জীবনের রূপের বহুবিধ অন্তর্নিহিত রূপকে একান্ত অনুভবে আর প্রকৃতির অপার বিস্ময় রূপের মোহময় হৃদয়ের ক্যানভাসে নিজেকে খুঁজে বেড়ায় হৃদয় জুড়ে। স্বচ্ছ সুনীল আকাশের আবর্তঘেরা নিঃস্বর্গ মায়াময় মুক্ত চিত্ররেখার মাঝে বৈচিত্র্যময় অপরূপ নিঃস্বর্গের মায়াবনে আঁধারে আলো খুঁজে পাই।

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বান্দরবান। সৃষ্টিকর্তার আশ্চর্য সৃষ্টি চারদিক পাহাড়বেষ্টিত বান্দরবান জেলা কারাগার। দো'তলা বিশিষ্ট দু'টি বিল্ডিং নিয়ে বান্দরবান জেলা কারাগার। পূর্ব পাশে দোতলা বিল্ডিং-এ আমার থাকার স্থান। একই রুমে অবস্থান করছে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নেই কোন ভেদাভেদ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করে বসবাস করে আসছে নিজের মত করে। অসহায় অবস্থায় চিন্তা করি আমি কেন বন্দী? কি আমার অপরাধ? এভাবে নিজেকে প্রশ্ন করি এবং উত্তর খুঁজি। জেল হাজতে আসার মত অপরাধতো আমি করিনি। তবে কেন আজ অপরাধী হয়ে আমি কারাবন্দী? কারাবন্দী অবস্থায় দিনাতিপাত করে জরাজীর্ণ ঘরে খাঁচার ভিতরে পোষা পাখির মত বসবাস করছি। কর্তৃপক্ষ সময়মত খাওয়া দিচ্ছে আর আমি খাচ্ছি। হাজারো প্রশ্ন করে যাচ্ছি কিন্তু কোন সদুত্তর পাচ্ছি না। অপরাধ শুধু এইটুকু অশিক্ষিত মায়ের আশাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে সামাজিকভাবে সুশিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করার অনেক পথ এগিয়ে এসেছি। সমাজে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের মাধ্যমে কোন ধরনের বাধা বিপত্তি না রেখে আজ এ পর্যন্ত আমার আসা।

বিধবা মায়ের আশা ছিল তার সন্তানদের মানুষ করার। এই প্রতিজ্ঞায় পথচলা শুরু করতে গিয়ে দেখা দেয় সংকট ও সংশয়। ছোট বড় ভেদে এলোমেলো হয় যাত্রাপথ। সময় উপেক্ষিত বিবেচনা করে সংকট এড়ানো গেলেও সংকট থেকে নিস্তার পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। আর তা যদি সৃষ্টির সূত্র হয়, তবে তো কথাই নেই। সৃষ্টির শর্তগুলো কঠিন। তার অনুধাবনও অস্পর্শী। এই অস্পর্শতাকে স্পর্শের সীমায় এনে বিস্মিত করার কাজটি সুযোগ্য। সৃষ্টির এহেন অংশ নিয়ে অবলোকনের সীমানায় কেবল কুয়াশা সরল সৃষ্টির মৌলরূপ অদৃশ্য। এই অদৃশ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করা আমাদের সমাজে অপরাধ। কবির কথায় "জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।"

কারাবন্দী অবস্থায় আসামীদের সাথে কথা বলার প্রেক্ষিতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারই আলোকে বলতে হয় অপরাধ না করেও অপরাধী হওয়ার ঘটনা বিরল নয়। অনেকে অপরাধী না হয়েও দাগী অপরাধীদের সাথে একত্রে বসবাস করছে নির্বিঘ্নে। কষ্ট ও হতাশার মধ্যে দিনাতিপাত করে আসা কারাগার সম্পর্কে মন্তব্য ছিল এরকম। ঐ সময়কার কারাগার এমন অবস্থায় ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ঠিক তেমনি যুগের পরিবর্তনে জেলখানার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। থাকা-খাওয়া, বিনোদনের জন্য কালার টিভি, গরমের সময় ফ্যান, খেলার জন্য ক্যারাম, লুডু, দাবা ইত্যাদি সরঞ্জাম, অবসরে পড়ার জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন ধর্মীয় বই, গল্প, উপন্যাস ও ভালো ভালো লেখকের বই। যে মুহূর্তে যার যা দরকার খেলছে, টিভিতে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান যেমন- নাটক, সিনেমা, গান ইত্যাদি উপভোগ করছে। এতে করে আসামীদের মধ্যে বিরাজমান হতাশা, মানসিক চিন্তা, বাড়ীসহ আত্মীয় স্বজনের পাশে অবস্থান না করার দুঃখ থেকে অনেকটা মুক্ত থাকার মানসিকতা তৈরী হয়। এছাড়া কর্তৃপক্ষ অনেক সচেতন। আসামীদের কোন ধরনের সমস্যা হলে, যেমন- অসুস্থ বন্দীদের সময়মত ঔষধসহ যাবতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। প্রতি দিনের খাবারে মাছ, মাংস ও শাক-সব্জীর ব্যবস্থা করছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

১২জুন, ২০০৭ ইং তারিখে প্রকৃতির ডাকে প্রচুর বৃষ্টির কারণে বান্দরবান জেলখানার পশ্চিম- দক্ষিণ কোণায় অপ্রীতিকর ঘটনার প্রেক্ষিতে আনুমানিক সকাল ৮.১৫ ঘটিকায় প্রতিদিনের ন্যায় সকালবেলা দফার কাজে নিয়োজিত চৌকা, বাগানী, ঝাড়ুদফাসহ বিভিন্ন কাজে আসামিরা বাইরে ছিল। এমতাবস্থায় ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে। যাতে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারত। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনার খবর পান দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলার মফিদুর রহমান। তিনি তৎক্ষণাৎ তার স্টাফদের নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফলে একজন আসামীও ভাঙ্গা ওয়াল দিয়ে পালাতে পারেনি। সেই পরিস্থিতিতে জেলখানার ভেতরে হাঁটুপানিতে পুরো ষ্টাফদের নিয়ে জেলার সাহেব যে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। ঘটনাটি মনে স্মরণীয় ও অম্লান হয়ে থাকবে।

সা হি ত্য পা তা
Literature

শূণ্য নয় বৃত্ত (জেলখানার গল্প)

শৈবাল আদিত্য
এম এস এস চাঃ বিঃ
হাজতী নং-১২১৬/০৭
কুষ্টিয়া জেলা কারাগার

প্রাক্-কথন

রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত স্খলন দু'টো কারণে আমি আগেও জেলে এসেছি দু'একবার। তাই এ অভিজ্ঞতা ও নতুনত্বের সাথে আমি পূর্ব পরিচিত। তবুও এবারের কারাজীবন আমার কাছে এক অদ্ভুত স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। দেশে বিরাজমান বলিষ্ঠ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সব কিছুতেই যখন ভালো ও একটিভ অবস্থা, জেলখানাতেও যেন আরো নিষ্ঠা ও দুর্নীতিবর্জিত বলেই মনে হচ্ছে। যদিও কার কি মনে হয় জানিনা, তবে প্রথম থেকেই কারাগার আমার কাছে সাজা খাটবার জায়গা বা সকল খারাপ লোকদের জায়গা বলে মনে হতো না বরং আমি কারাগারকে মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম 'শোধনাগার' হিসেবে। নিজেকে নিজে অনেক সময় দেয়া এবং আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যত জীবনের 'রোড-ম্যাপ' নির্ধারণের স্কোপ হিসেবে তাই একজন কবি, নাট্যকার বা সাংবাদিক হিসেবে নয় স্রেফ গল্পের ছলে আমি আমার অভিজ্ঞতা, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, প্রিয়-অপ্রিয় আড্ডা আর আবেগ জড়ানো কিছু স্বপ্ন দেখার কথা বলবার চেষ্টা করেছি মাত্র। এলোমেলো বিচ্ছিন্নতায় এটা গল্প হলে গল্প, অথবা একজন বিত্তবান বন্দীর কাঠখোট্টা রোজনামচা।

এইসব দিন-রাত্রি

লক-আপ হওয়ার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ধুমপান আর লোডশেডিংয়ের আগ পর্যন্ত কিছু সময় তাস এবং দাবা খেলার সঙ্গী আমরা মোট চার জন। আমি, মাসুম, রুবেল আর বিসারত ভাই। এদের সাথে আমার ভালোই খাতির। মাসুম ছাড়া অন্য দু'জনের সাথে এবার জেলে এসে পরিচয়। মাসুম আমার স্কুল জীবনের সহপাঠি। বহুদিন গ্যাপের পর জেলেই ওর সাথে আবার বন্ধুত্বের পুনর্মিলন। আরো অনেক মানুষের সাথে আমার দারুন খাতির এবং ভাল বন্ধুত্ব। ভেড়ামারার মেহেদী ভাই, ইবি থানার আক্তার ভাই, মারফত ভাই, ঈদগাঁপাড়ার মেরাজ, ভেড়ামারার সেলিম মেম্বার, ভারতীয় নাগরিক সুশীল, খোকসার সুমন, টুকু ভাই, ভীষণ বই পড়ুয়া দুই ছোট ভাই সৈকত ও কাজল। এরকম বহুজনের সাথে আমি নানাভাবে সময় কাটাই। গল্প করি রাজনীতি আর দেশটার কি হবে, ভেবে ভেবে ঘাম ঝরাই। তাস খেলি কখনো ইয়ার্কি মারি। মোট কথা ভাললাগা মন্দলাগা দু'টোর সংমিশ্রণে জেলে এবার ভালই সময় পার করছি। খারাপ যে লাগে না তা নয়, হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়। নিজের ফেলে আসা বিশৃংখল অতীতের কথা ভেবে অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ হয়। ভবিষ্যত পরিকল্পনা করি, নামাজ পড়ে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে মাফ চাই। আমার মন খারাপ করার ব্যাপারটা আবার মারাত্মক। হয় না, হয় না আবার একবার হলে মাথা ব্যথার মত টিপ টিপ করে তা এক নাগাড়ে তিন চার দিন চলতে থাকে। এ সময় প্রিয় আড্ডাগুলোকে অসহ্য মনে হয়। কারো ভাল কথাও খারাপ লাগে। যদিও জেল খানায় ঘুম ছাড়া একদম একা থাকার সুযোগ নেই, তবুও আমি বুদ্ধি করে বই পড়া এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে লেখালেখি করবার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছি এতে আমার জ্ঞানের চর্চাও হচ্ছে, পাশাপাশি কৌশলে একাকীও থাকা যাচ্ছে। আমি সেটা না করলে আমার কষ্ট আরো হতো। মনে হত জেলখানাটাই আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। মনে প্রাণে সবসময় তাই আমার চেষ্টা থাকত নিজেকে আনন্দে রাখার। আমি আড্ডা দিতাম, তবে বেশী যেটা করতাম সেটা হলো বিভিন্ন বয়সের ভিন্ন কালচারের নানা মানুষের সাথে একাকী শেয়ারিং। আমি আমার কথা তাদের বলতাম এবং তাদের জীবনের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। কত বিচিত্র সেইসব কাহিনী। রোমাঞ্চকর, লোমহর্ষক ও ট্র্যাজেডিপূর্ণ। আমি প্রতিটি কাহিনী থেকে হাতড়ে হাতড়ে শিক্ষা নেবার চেষ্টা করতাম। কোন কাহিনী শুনে দুঃখে মন বিষিয়ে উঠত, কোনটা শুনে শিউরে উঠতাম। পৃথিবীতে কেন মানুষে মানুষে এই শ্রেনী বৈষম্য, হত্যা, লুট, বিভেদ, অন্যায়, অত্যাচার, দেশদ্রোহীতা, অস্ত্র আর মাদকের ভয়াল থাবা। বিশ্বব্যাপী চলমান এই অরাজকতার নাগপাশ থেকে আমার দেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত ও গরীব দেশ বাদ যাবে কি করে? দিন দিন স্যাটেলাইট কালচার, তরুণ প্রজন্মের অসম্পূর্ণ শিক্ষা আর আমাদের নীতি-নির্ধারকদের দূর্নীতি আমাদেরকে অনেকাংশে আদিম অসভ্য-বর্বর করে তুলেছে। আর এটাই তিলে তিলে সোনার বাংলাদেশে পচন ধরতে শুরু করেছে। আমি বসে বসে ভাবি এ থেকে কিভাবে আমাদের উত্তরণ সম্ভব ? আর কোন মাকে দেখতে হবেনা প্রিয় সন্তানের লাশ, ডোম পাড়ায় ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হবেনা রক্তাক্ত মানবতা। কবে ? আর কতটা পথ পেরোলে এ অবস্থার অবসান হবে ?

শেয়ারিং ছাড়াও নানারকম আনন্দ করে আমরা সময় কাটাতাম। আমার অবশ্য অনেক আড্ডা ভালো লাগতনা। আবার কোন কোন সময় আনন্দে কেউ কেউ শিশুসুলভ আচরণ করতাম। হালকা রসিকতা আর দুষ্টুমি সবই চলত। মনমত কাউকে পেলে আমি জমিয়ে তুলতাম রাজনীতি, সংস্কার বা শিল্প-সংস্কৃতির মত গুরুগম্ভীর আড্ডা।

সন্ধ্যার পর মাগরিব ও এশার নামাজের বিরতি ব্যতীত বাকী সময়টা অর্থাৎ দশটায় শুয়ে পড়ার নিয়ম পর্যন্ত আমরা তাস বা দাবা খেলতাম। আবার লোডশেডিং হলেই শুরু হত গানবাজনা, থালাকে ডুগডুগি, বাটিকে তবলা আর পানির বোতলকে গীটার বাজিয়ে আমাদের সে কি সাংঘাতিক অনুরোধের আসর চাওয়া পাওয়া। আমি এত মজা পেতাম যে ঘেমে নেয়ে উঠলেও সেটাকেই চার্মিং মনে হত। এনজয় করতাম। কখনো কখনো খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়েও কারো কারো সঙ্গে হত খুনসুটি। ঝগড়া বা তর্ক খুব বেশী দুর এগোত না। কেননা, আমরা সবাই কেইস টেবিল এর বারান্দাটা ভালভাবেই চিনতাম। এভাবেই এইসব দিনরাত্রি পার করতাম সবাই মিলে। আমার মনে হত যান্ত্রিক জীবন আমাদের বহু আবেগ কেড়ে নেয়। কারাগারে বদ্ধ পরিবেশে বহু মানুষের সান্নিধ্যে আমাদের ভোঁতা ইন্দ্রিয়গুলোও সজল হত, যা প্রযুক্তিনির্ভর জীবন যাপনের অন্তরালে আমরা বহুলাংশে খুঁইয়ে ফেলি। যাযাবর ঠিকই বলেছিলেন "বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ আর কেড়ে নিয়েছে আবেগ"।

সাহিত্য পাতা
Literature

যান্ত্রিকতা টু সমাজতান্ত্রিকতা ঃ

জেলখানাতে আমার আরেকটি ভাললাগা সকল স্তরের সকল পেশার সকল ধর্মগোত্রের মানুষের সম অধিকারের ব্যাপারটি। সকলের খাবার-শোবার ব্যবস্থা, অভাব-অভিযোগ দাখিলের অধিকার, ন্যায় বিচার পাবার অধিকারসহ সকল সুযোগ-সুবিধা সমান। অনেকটা বাঘে শেয়ালে এক ঘাটে পানি খাওয়ার মত অবস্থা। বাইরের জগতে যে, যে পরিবেশের লোকই হোকনা কেন কারাবাসের মাধ্যমে সকলেরই অন্তরে কম বেশী আত্মোপলব্ধি জন্মে। যান্ত্রিক নগর ও গ্রামীন জীবনের একঘেঁয়ে আর অরাজকতাপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা স্ব-স্ব অপরাধ বা অপরাধের বোঝাকে কাঁধে করে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার "কারাগার" নামক শোধনাগারে এসে স্বীয় জ্ঞানের সীমারেখা অনুযায়ী নিজেকে শোধিত করে তুলতে পারি।

একেকটি দিন, মসৃণ ভোর থেকে শুরু করে রাতের শয্যা ঃ

প্রথম ভোরে তালামুক্ত গণনার সময় প্রথম ফাইল আলস্য ভরা চোখে আমাদের সকলকে চার চার করে ফাইলে বসতে হয়। প্রধান কারারক্ষী এসে গুণে যান খানিক বাদে আবার একইভাবে দ্বিতীয় গণনা। এর পর দাঁত ব্রুশ, টয়লেট ইত্যাকার নিয়মিত আয়োজন শেষে সকালের নাস্তা। তারপর আড্ডা অথবা বইপড়া। তারপর দুপুর বারোটার গুনতি। দুপুরের খাবার পরিবেশন। যে যার মত নিজের খাবার লাইন ধরে নিয়ে এসে একসঙ্গে খাওয়া। তারপর গোসল। একটু রেস্ট। বিকেলে রোদে শুকানো কাঁপড়-চোপড় তোলা। একটু হাঁটাহাঁটি। আমি আরেক ওয়ার্ডের ছোট ভাই মেহেদী ও মুরাদের সঙ্গে প্রায় বিকেলেই মজার শিল্পের আড্ডা জমাতাম। সে আড্ডায় তৈরী হত কবিতা, কখনো বা গান। আমি গান লিখতাম আর মেহেদী তৎক্ষনাৎ গলা ভাঁজতে ভাঁজতে তার সুর করে ফেলত। একদিন এরকম দুষ্টুমীর ছলেই আমরা একটা গান বানালাম। আমি লিখলাম। মেহেদী সুর করল। গানটা এরকম 'হাতটা আমি বাড়িয়ে আছি। ইচ্ছে হলে ধরতে পারিস। অথৈ জলে ডোবার আগেই। একটা কিছু করতে পারিস। দুঃখ আমার হাতেই থাকে। ইচ্ছে হলে বাজাতে পারিস। পথের ধারে ফুটে থাকা ফুল। তুলে এনে সাজাতে পারিস। মনটা আমার অচল গাড়ী। ইচ্ছে হলে সারাতে পারি। দুই চোখেতে অসীম আঁধার। চাইলে পাশে দাঁড়াতে পারিস'- সবাই মিলে হেঁড়েগলায় গানটা প্রায়ই গাইতাম। এছাড়াও আমরা আরো গান আর বেশ ক'টি কবিতা লিখেছিলাম। এ ব্যাপারে সুবেদার সাহেব আমাকে খুবই উৎসাহ দিতেন। প্রায় দিনই উনি লেখালেখির খবর নিতেন। এতে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে যেত। শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে আমি চুটিয়ে আড্ডা দিতাম রাজশাহী চারুকলা থেকে পাশ করা (হাজতী আসামী) শিল্পী ইতি খানের সাথে। শিল্পালোচনা ছাড়াও আমরা সিভিলাইজেশন, পলিটিক্স, এনথ্রপলজী, কসমোলজী, ক্রাইম ও পানিশমেন্টসহ নানা বিষয়ে আলাপ করতাম। আমাদের কারও সাথে কারও ঝগড়া, তর্ক বা রেশারেশি হলে 'কেইস টেবিল' এ ডেকে সুবেদার সাহেব সুন্দর করে বুঝিয়ে তা মিটিয়ে দিতেন। কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে আমারা যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও ঔষধ পেতাম। বই পড়তে চাইলে ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ম্যাট বা রাইটার' কে সাথে নিয়ে ক্যাটালগ দেখে আমরা প্রয়োজনীয় বই এনে পড়তে পারতাম। লাইব্রেরী ও কাপড় গুদামের দায়িত্বে থাকা কয়েদী বাবু ভাই আমাকে প্রচন্ড স্নেহ করতেন। উনি আবার কারাভ্যন্তরে বড় মসজিদের ইমাম। উনি সবসময় আমাকে নামাজের আহবান জানাতেন। শুক্রবার বাদ আসর তার ধর্ম বিষয়ক আলোচনা ও তাফসীরসহ ওয়াজ খুব শ্রুতিমধুর লাগত।

সপ্তাহে একদিন আমরা হাজতীরা 'দেখা ঘরে' যেতে পারতাম। আম্মু আসত। আমি মন খুলে গল্প করতাম। আম্মু গ্রীলের ঐ পাশে দাড়িয়ে কাঁদত। আমাকে জীবন সম্পর্কে বোঝাত আমি খুব হাসি হাসি ভাব নিয়ে থাকার চেষ্টা করতাম, যাতে আমার মন খারাপ দেখে তাঁর মন আরও খারাপ না হয়ে যায়। অবশ্য 'দেখা ঘর' থেকে বেরিয়েই কান্না আসত তারপর মালামালের ব্যাগটা ধরে মায়ের স্পর্শ পেতাম। আরও কেঁদেছি অন্য এক কারণে বহুদিন একসাথে হাজতবাসের কারণে বহু অজানা-অচেনা মানুষের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাদের কেউ জামিনে বের হওয়ার সময় কী যে খারাপ লাগত? মনে হত প্রিয় ভাইকে জীবনের শেষ বিদায় জানাচ্ছি। আবার এই ভেবে আনন্দও পেতাম যে প্রিয় মানুষটি এই চার দেয়ালের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে হয়তো নতুনভাবে জীবনটা সাজাতে পারবে। এবারে একটা আনন্দের কথা বলি। আমি বন্ধু মাসুমকে 'পটে' বলে খেপাতাম। এই নামটা ওর হয়েছিল একসাথে জেলা স্কুলে পড়ার সময়। ও রেগে যাওয়ার ভান করলেও মনে মনে যেন আনন্দই পেত। একসময় দেখা গেল অনেকেই ওকে দেখে চিকনে ডাক দিচ্ছে 'পট-পট-পট-পটে' ওর সাথে আমার বন্ধুত্বজনিত কথা কাটা-কাটি ও ঝগড়া লেগেই থাকত, দু'জনেই দু'জনের পিছনে লেগেই থাকতাম। তবে তার স্থায়িত্ব ছিলনা। আবার কিছুক্ষণ বাদেই একজন আরেকজনের মুখ থেকে সিগারেট কেড়ে না খেলে তৃপ্তি হতনা। সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে আমরা 'নরসুন্দর' চাচীতে চুল-দাড়ি কামাতাম। আমাদের গানের আসরগুলো ছিল জমজমাট। নাচে গানে ভরপুর। বিল্লাল নামের একটি ছেলে দু'টুকরো ভাঙ্গা টাইলসের অংশ দিয়ে দারুণ বাজনা বাজাতে পারত, আর দেহতত্ত্বের গান গাইত। আমরা সকলেই ওর নাম দিয়েছিলাম খাপড়া শাহ। আরও ছিল বাবু, রোকন, রবি, রুবেল, রনি, রবিউল আরও অনেকে। আমরা মাঝেমাঝে দু'গ্রুপে ভাগ হয়ে 'অন্তাক্ষরী' খেলতাম। এক গ্রুপ একটা গান গেয়ে যেখানে শেষ করবে সেই শেষের অক্ষর নিয়ে অন্য গ্রুপ আবার গান গাইবে। এভাবে সুরের সরস সুধা পান করে আমারা ধীরে ধীরে ঘড়িকে ডিঙ্গিয়ে যেতাম। একেকটি দিন ছিল মসৃণ। একেকটি দিন ছিল এলোমেলো। আনন্দ আর কষ্ট মেশানো মিশ্রানুভূতি।

'শূণ্য'কে কিন্তু 'বৃত্ত'ও বলা যায় ঃ

একটা পরিচিত ছোট গল্প বলি, দুই বন্ধুকে এক ভদ্রলোক একটি গ্লাসে অর্ধেকটা পানি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-এটা কি? এক বন্ধু জবাব দিল, আধা গ্লাস পানি। অন্য বন্ধু বলল- এটা অর্ধেক খালি গ্লাস। দু'জনের উত্তর দু'রকম। অথচ তারা কেউই ভুল বলেনি। পার্থক্য শুধু তাদের দৃষ্টিভঙ্গির। তেমনিভাবে প্রতিটি ব্যাপারেই মানুষ তার Point of view থেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দাঁড় করাতে পারে। তেমনিভাবে একটি গোলাকার রেখাকে যেমনি 'শূণ্য' ধরা যায় তেমনি তাকে 'বৃত্ত'ও বলা যায়। এখানেই হতাশাবাদী আর আশাবাদীদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। এম ডি চাচীর কালাম ভাই প্রায় বলতেন "প্রশিক্ষণ মানুষকে সঠিক করে"।

আমি জেলখানার চার দেয়ালের বন্দীত্বকে নেগেটিভ না ধরে বলতে পারি একটি 'বৃত্ত বন্দী' শৃংখল জীবনের প্রশিক্ষণ শিবির। পাশাপাশি সরকারের প্রতি সবিনয় আরজ কারাগার ব্যবস্থাপনায় যেন 'কাউনসেলিং' (Counselling) যুক্ত হয়। মানুষ যেন এখানে এসে পরিশোধিত হয়ে যেতে পারে। আত্মার নির্বাণ ঘটাতে পারে। তাহলে সেই দিন আর বেশী দূরে নয়.........যেদিন বিভিন্ন অপরাধ দোষে দুষ্ট এই আমরাও জিতে যাব, হেরে যাবনা।

কা রা স প্তা হ
Prisons Week

Adviser, Local Govt. Rural Development and Co-operative Ministry and Textile and Jute Ministry Md. Anwarul Iqbal reveiwing prisons week 2007 parade as chief guest.

গত ১৩ থেকে ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ কারা বিভাগে দ্বিতীয়বারের মতো কারা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্যারেড মাঠে (নব কুমার স্কুল সংলগ্ন) ২০০ জন চৌকস কারারক্ষীর মনোরম কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা জনাব আনোয়ারুল ইকবাল কারা সপ্তাহ ২০০৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ এবং প্যারেড পরিদর্শন করেন। এসময় কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান এনডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথির সাথে ছিলেন। কারা সপ্তাহ ২০০৭ উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাওয়াজে প্যারেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডেপুটি জেলার মোঃ আসাদুর রহমান।

কারা সপ্তাহ- ২০০৭ প্যারেডের বিভিন্ন মুহূর্ত
Sequences of Prisons Week-2007 Parade

কারা সপ্তাহের উদ্বোধনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব জনাব আবদুল করিম, পুলিশ মহাপরিদর্শক জনাব নূর মোহাম্মদ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রফিকুল ইসলাম, র‍্যাবের মহাপরিচালক জনাব হাসান মাহমুদ খন্দকার র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল গুলজার, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল সিরাজুল করিম, কারা বিভাগের উপ কারা মহাপরিদর্শকবৃন্দ এবং কারা বিভাগের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

কারা সপ্তাহ- ২০০৭ প্যারেডের বিভিন্ন মুহূর্ত
Sequences of Prisons Week-2007 Parade

কারা সপ্তাহ ২০০৭
Prisons Week 2007

কুচকাওয়াজ শেষে কারা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধান অতিথি কারা সপ্তাহের কেক কাটেন এবং জেল অফিসার্স কনফারেন্স-২০০৭ এর উদ্বোধন করেন।

কারা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধান অতিথি মাননীয় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর উপদেষ্টা মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল অফিসারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন।

Adviser, Local Govt. Rural Development and Co-operative Ministry and Textile and Jute Ministry Md. Anwarul Iqbal delivering speech on Prisons Week-2007 as chief guest

কারা সপ্তাহে আগত জেল কর্মকর্তাবৃন্দ

Prisons officers from different jails attending Prisons Week-2007

অন্যান্য কারাগারে কারা সপ্তাহ
Prisons Week at Different Jails

কেন্দ্রীয়ভাবে কারা সপ্তাহ উদযাপনের পাশাপাশি দেশের প্রতিটি কারাগারে অত্যন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনার সাথে নিজস্ব পরিমন্ডলে স্বল্প ও বৃহৎ পরিসরে কারা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। কারা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কারাগারে কারা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খেলাধুলা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন কারাগারে কারা সপ্তাহ- ২০০৭ উদযাপন
Celebration of Prisons Week- 2007 at different jails

অন্যান্য কারাগারে কারা সপ্তাহ
Prisons Week at Different Jails

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার একটি মুহূর্ত A sequence of cultural programme

রক্তদান কর্মসূচি
Blood Donation Programme

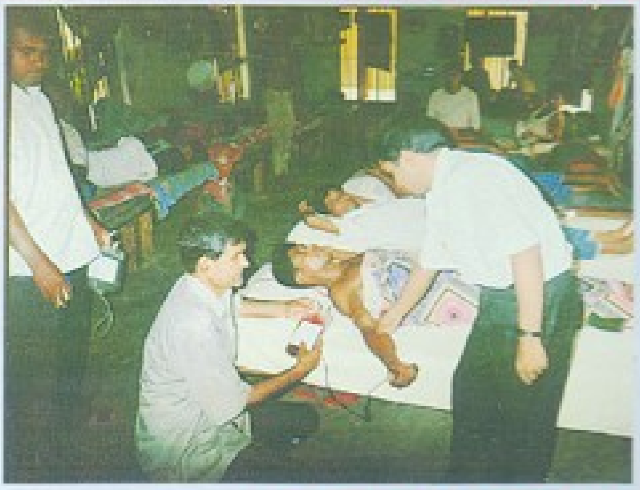

কারা সপ্তাহ উপলক্ষে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল কারাগারের কারারক্ষীরা রক্তদান করছে।

Warders of Chittagong, Mymensingh and Tangail jails donating blood

ত্রাণ কাজে কারাগার
Prisons in Relief & Rehabilitation Activities

গত ১৫ নভেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলংকারী সিডরে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি কারাগারের প্রতিটি সদস্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কারা বিভাগের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের এক দিনের বেতন প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা দেন।

সিডর আক্রান্ত পটুয়াখালী জেলার ধানখালী ও কলাপাড়ায় কারা অধিদপ্তরের পক্ষে ত্রাণ বিতরণ
Handing over of relief goods to SIDR victims on behalf of prisons directorate

কারা বিভাগের নিজস্ব অর্থায়নে সিডর বিধ্বস্ত এলাকায় কয়েকটি টিনের ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়
Prisons personnel built a number of tin shed house in SIDR affected area from its own fund

২০০৭ এর প্রলংকোরী বন্যাতেও কারা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এক দিনের বেতন প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা দেন। বন্যার্তদের সহযোগিতার জন্য কারা বেকারীতে প্রস্তুতকৃত বিস্কুট, পাউরুটি, কেক এবং চিড়া-মুড়িসহ প্যাকেটকৃত ত্রাণসামগ্রী বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল আশরাফুল ইসলাম খান মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় কারা অধিদপ্তরের পক্ষে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন
Additional IG prisons distributing relief goods to flood victims at Harirampur of Manikganj district

ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের চোখে বাংলাদেশ কারাগার

US State Departments' Annual Report Regarding Bangladesh Prisons

গত ১২ মার্চ ২০০৮ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "2007 State Department Human Right Report- Bangladesh Section" শিরোনামে ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী বাংলাদেশ সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনের ৫ম পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ কারাগার সম্পর্কে নিম্নের মন্তব্য করা হয় ঃ

"The government undertook reforms aimed at improving the situation. The Inspector general of prisons took several steps to improve the prison system, including updating the jail code, reducing corruption and drug trafficking in prisons, limiting the use of full shackles on prisoners for reasons other than discipline, improving the quality of food service, creating more prisoner vocational training opportunities and literacy classes and improving morale of prison staff. The government also opened its first jail for women in Gazipur".

"এই পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে সরকার বেশ কিছুর ব্যবস্থা নেন। কারা মহাপরিদর্শক জেল ব্যবস্থার উন্নয়নে কয়েকটি পদক্ষেপ নেন। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে জেল কোড হাল নাগাদ করা, জেলের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি হ্রাস করা এবং জেলের ভেতর মাদক কেনাবেচা বন্ধ করা, শৃংখলার প্রশ্ন ছাড়া ডান্ডা বেড়ির ব্যবহার সীমিত করা, বন্দীদের খাবারের মান বাড়ানো, তাদের জন্য আরও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, স্বাক্ষরতা কর্মসূচি আরও বাড়ানো এবং কারা কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধি করা। সরকার গাজীপুরে মহিলাদের জন্য দেশের প্রথম জেলখানাও চালু করেন।"

পত্রিকার পাতায় কারাগার

দৈনিক নয়াদিগন্ত

তারিখ: ১২/০২/২০০৭

...রা বেকার চালু ...চ্ছে: চলছে বই ...মলার পরিকল্পনা

কক্সবাজার কারা কর্তৃপক্ষের প্রশংসনী উদ্যোগ ॥ সুফল পাবে কারারক্ষীরা

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ: ০১-০৫-২০০৭

কারাগারগুলো সংশোধনাগার বিবেচনার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে কারা অধিদফতর

প্রথম আলো

কারাবন্দীদের জন্য পায়েস উৎসব!

দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ-১৭-১১-২০০৭

ঢাকা কারাগারের ৩৫ নারী চোখে বিউটিশিয়ান হওয়ার

ঢাকা কারাগারের ৩৫ নারীবন্দির

সমকাল

দৈনিক করতোয়া

কারাগারগুলোকে সংশোধনাগারে পরিণত করতে নানামুখী উদ্যোগ

দৈনিক আমাদের সময়

১৭-১০-২০০৭

কারাগারে ৭০ হাজার বন্দির দিনের নাম

দৈনিক যুগান্তর

২৭-০৯-২০০৭

বন্দিদের পুনর্বাসনে কারাগ... চালু হচ্ছে গার্মেন্টস কারখ...

দৈনিক আজকের কাগজ

বদলে যাচ্ছে দেশের কারা...

ইত্তেফাক

৩০-১২-২০০৭

বিদায় থ্রি নট থ্রি, কারারক্ষীদের হাতে শোভা পাবে চাইনিজ রাইফেল

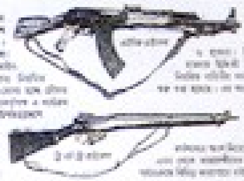

প্রথম আলো

কারাগারে পিঠা উৎসব

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ : ৮-০২-২০০৭

বদলে যাচ্ছে কারাগারের ... বন্দিদের সাথে ভাল আচরণের নির্দে...

একজন লেখকের প্রশংসা
Appreciation from an Author

মোঃ খোসবর আলী

নতুন বিলসিমলা
(লোনপট্টির উত্তর পার্শ্বে)
বাসা নং-৩৮৬/এ
রাজশাহী-৬০০০

মোবাইল # ০১৭১১-৩১৮৫৭৪
ফোন # ০৭২১-৭৭৬৪২৫
০৭২১-৭৬১০৮৯

তারিখ ঃ ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

বরাবর

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির হাসান
কারা মহা পরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ
নাজিম উদ্দিন রোড
ঢাকা-১১০০

বিষয় ঃ "বাংলাদেশের কারাব্যবস্থা"

জনাব,

বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, আমি বাংলাদেশের কারাব্যবস্থার উপর দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়েছি। অনেক প্রতিবন্ধকতাসত্ত্বেও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে "বাংলাদেশের কারাব্যবস্থা" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। গ্রন্থটি ২০০১সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমার গবেষণার স্বার্থে আমি ঢাকাসহ কয়েকটিকারাগারসরেজমিনে দেখে অভিভূত হয়েছি। দুর্নীতির ক্ষেত্রে কারাগারে এসেছে আমুল পরিবর্তন। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক চেষ্টা করেও যা সম্ভব হয়নি; বর্তমানে আপনার প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তি মানুষের সততা, মনোবল ও ইচ্ছা থাকলে প্রতিকূল পরিবেশেও সাফল্যের ফসল ঘরে তোলা যায়। এরজ্বলন্ত প্রমাণ আপনি। বাংলাদেশের কারা বিভাগ বর্তমান অর্জন ধরে রাখতে পারলে জাতি আপনাকে স্মরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনার সদয় অবগতি ও মূল্যায়নের জন্য এই চিঠির সাথে উক্তগ্রন্থের একটি সৌজন্য কপি পাঠালাম।

উপরিউক্ত বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনা আমাকে অনুপ্রাণিত করবে।

সংযুক্তঃ বই ১টি।

ধন্যবাদান্তে
বিনয়াবনত

(মোঃ খোসবর আলী)

মোঃ আসাদুর রহমান
ডেপুটি জেলার
কারা অধিদপ্তর

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে যে কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে সিটিজেন চার্টার তৈরীর বিষয়টি অন্যতম। সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরের জন্য নিজস্ব কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে সিটিজেন চার্টার তৈরীর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জেল সিটিজেন চার্টার তৈরী পূর্বক বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করছে।

জনসাধারণের প্রতি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দায়বদ্ধতা থেকেই এই বিষয়টি এসেছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান সরাসরি জনগণকে নিয়ে কাজ করে তাদের প্রদেয় সেবা ও দায়বদ্ধতা জনগণের সামনে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী। এর মাধ্যমে জনগণের ভোগান্তি হ্রাস পায় এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ফিরে আসে। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশই জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। আর এই সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বচ্ছতা আনয়ন করা সম্ভব।

কারাগারকে গণমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই চার্টার অনুসরণ করে দেশের প্রতিটি কারাগারের বন্দী এবং বন্দীর আত্মীয়-স্বজন তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা এবং করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছে।

কারা বিভাগের সিটিজেন চার্টার

১। আদালত থেকে আগত বন্দীদের জন্য

ক। প্রতিদিন আদালত থেকে আগত বন্দীদের শ্রেণীবিন্যাস করত: যথাযথ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়।
খ। অসুস্থ বন্দীদের তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্তে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
গ। নির্ধারিত তারিখে বিচারাধীন বন্দীদেরকে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজিরা নিশ্চিত করা হয়।
ঘ। কোন বন্দীর হাজিরার তারিখ নির্দিষ্ট না থাকলে আদালতের সাথে যোগাযোগ করে হাজিরার তারিখ সংগ্রহপূর্বক আদালতে হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়।
ঙ। নবাগত বন্দীদের আদালত থেকে আসার সময় তাদের সাথে রক্ষিত টাকা-পয়সা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি যথাযথ হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।
চ। অসহায় অসচ্ছল বন্দীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারী কৌশলী নিয়োগের মাধ্যমে যথাযথ আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।
ছ। দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের সুবিচার প্রাপ্তিতে উচ্চ আদালতে আপীল দায়েরের ব্যাপারে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

২। বন্দীদের সাথে দেখা সাক্ষাত সংক্রান্ত

ক। হাজতী বন্দীদের সাথে ০৭ দিন অন্তর একবার দেখা করা যাবে।
খ। কয়েদী বন্দীর সাথে ১৫ দিন অন্তর একবার দেখা করা যাবে।
গ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে বন্দীদের সাক্ষাতের জন্য সাধারণত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়।
ঘ। ডিটেন্যু ও নিরাপদ হেফাজতী বন্দীদের সাথে দেখা করতে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আদালতের অনুমতি প্রয়োজন।
ঙ। দেখা-সাক্ষাত সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন এক সাথে দেখা করতে পারবেন।
চ। বন্দীদের সাথে দেখা করার জন্য কোন প্রকার টাকা পয়সা লেনদেন নিষিদ্ধ। কেউ টাকা দাবী করলে জেল সুপার/ জেলারকে জানাতে হবে।
ছ। মোবাইল বা অন্য কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে সাক্ষাৎ কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না।
জ। বন্দীদের সাথে তাদের কৌসুলীবৃন্দ যথারীতি দেখা সাক্ষাত করতে পারবেন।
ঝ। বন্দীদের সাথে দেখা করার জন্য জেল সুপার বরাবর স্লীপে আবেদন করতে হবে।
ঞ। কারাগারে আটক বন্দী বা কারও সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে চাইলে কারাগারের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থিত অনুসন্ধান এ খবর নিন।
ট। সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সহজ ও ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের লক্ষ্যে প্রত্যেক কারাগারে ১টি করে কারা ক্যান্টিন/দোকান চালু করা হয়েছে। আগত সাক্ষাৎ প্রার্থীরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করে বন্দীদের সরবরাহ করতে পারেন। এতে একদিকে যেমন কারাগারে অবৈধ দ্রব্যাদির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হবে অন্যদিকে সাক্ষাৎ প্রার্থীরা ন্যায্যমূল্যে সঠিক দ্রব্য ক্রয় করতে পারবেন।
ঠ। সাক্ষাৎ প্রার্থী কর্তৃক বন্দীর জন্য প্রদেয় মালামাল যথাযথভাবে বন্দীর নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়।

৩। বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা

ক। প্রত্যেক কারাগারে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্য বিশ্রামাগার রয়েছে।
খ। বিশ্রামাগারে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক পাখা, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও টয়লেটের সুব্যবস্থা রয়েছে।
গ। অফিসে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ পৌঁছাতে হলে বাহিরের গেইটে অনুসন্ধানে এ যোগাযোগ করুন।

৪। পিসিতে টাকা জমাদান পদ্ধতি

ক। কারাগারে আটক বন্দীদের ব্যক্তিগত তহবিলে (পিসি) অর্থ জমা রাখার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

খ। বন্দীর আত্মীয়-স্বজন সরাসরি তার পিসিতে অর্থ জমা দিতে পারবেন। 'অনুসন্ধানে' যোগাযোগ করুন।

গ। বন্দীর পিসিতে মানি অর্ডারের মাধ্যমেও টাকা জমা দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

৫। ওকালতনামা স্বাক্ষর ঃ

ক। ওকালতনামা স্বাক্ষরের ব্যাপারে অবৈধ অর্থের লেনদেন রোধে প্রত্যেক কারাগারের প্রধান ফটকের সামনে ওকালতনামা দাখিলের জন্য নির্ধারিত বাক্স রয়েছে।

খ। নির্ধারিত সময় অন্তর বাক্স খুলে ওকালতনামা স্বাক্ষরান্তে বন্দীর কৌসুলি/আত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

গ। ওকালতনামায় বন্দীর স্বাক্ষরের জন্য কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। যদি কেউ এ ব্যাপারে কোন অর্থ দাবী করে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি রিজার্ভ গার্ড এর কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষী অথবা সরাসরি জেল সুপার/ জেলার এর সাথে যোগাযোগ করুন।

৬। জামিনে মুক্তি ঃ

ক। আদালত থেকে প্রাপ্ত মুক্তি/ জামিন আদেশের প্রেক্ষিতে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের তালিকা প্রধান ফটকের সামনে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হয়।

খ। মুক্তিযোগ্য বন্দীদের নাম লাউড স্পিকারের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যাতে বাইরে অপেক্ষমান আত্মীয়-স্বজন সহজে বন্দীর মুক্তির বিষয়টি জানতে পারেন।

গ। যে সব বন্দীর মুক্তি/ জামিন আদেশে ভুল পরিলক্ষিত হয় তাদের নামের তালিকা বাইরে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয় এবং বিষয়টি লাউড স্পিকারের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যাতে করে বন্দীর আত্মীয়-স্বজন অহেতুক অপেক্ষা না করেন।

৭। বন্দীদের সাথে আচরণ ঃ

ক। কারাগারে আটক বন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা হয়:

খ। কারাগারে আটক বন্দীদের কারা শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধ ছাড়া কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হয় না।

গ। কারাবিধি অনুসারে প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক বন্দীর খাবার ও আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

৮। চিকিৎসা ব্যবস্থাঃ

ক। সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কারাগারে বন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। অসুস্থ বন্দীদেরকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পথ্য প্রদান করা হয়। অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে উন্নত চিকিৎসার জন্যে কারাগারের বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

খ। কারাভ্যন্তরে মাদকসেবী বন্দীদের সাধারণ বন্দী থেকে পৃথক রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

৯। প্রশিক্ষণ ঃ

ক। কারাগারে আটক বন্দীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও তাদের আগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন ট্রেডে যুগপোযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যাতে তারা সাজা ভোগের পর মুক্ত জীবনে ফিরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশায় নিয়োজিত হতে পারে।

খ। নানাবিধ প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ যেমন টেলিভিশন, ফ্রিজ, এসি, রেডিও, ফ্যানসহ অন্যান্য ইলেকট্রিক সামগ্রি মেরামত,গবাদি পশু পালন, মৎস চাষ, বেকারী দ্রব্যাদি ও বিভিন্ন ধরনের প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

১০। বন্দীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

ক। কারাগারে আটক নিরক্ষর বন্দীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। প্রত্যেক নিরক্ষর বন্দীকে এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে যাতে করে কারাগার থেকে মুক্তির পর সামাজিক জীবনে ফিরে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

খ। মরণব্যাধি HIV/AIDS -এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বন্দীদের সজাগ করা হয় এবং এই মরণব্যাধি রোধকল্পে নানান পরামর্শ ও নির্দেশনা দেয়া হয়।

গ। কারাগারে আটক বন্দীদের নিজস্ব ধর্ম পালন ও ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

ঘ। শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বন্দীদের প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

ঙ। বন্দীদের জন্য মাসিক দরবার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

চ। বন্দীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কারাভ্যন্তরে টিভি, রেডিও, ক্যারম, লুডু, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা রয়েছে।

ছ। সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে দেখা-সাক্ষাতের সুবিধার্থে নিজ জেলায় বা নিকটস্থ কারাগারে বদলী করা হয়।

জ। প্রত্যেক কারাভ্যন্তরে বন্দীদের জন্য ক্যান্টিন ব্যবস্থা আছে।

ঝ। কারাগারে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ চালু আছে।

বিঃ দ্রঃ উপরে উল্লেখিতসুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা বা হয়রানির শিকার হলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে বা নিম্নোক্ত টেলিফোন/মোবাইলে জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। জেল সুপার টেলিফোন/মোবাইল নং............

২। জেলার টেলিফোন/মোবাইল নং............

কারা বিভাগের প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম
Proposed Organogram of Prisons Department

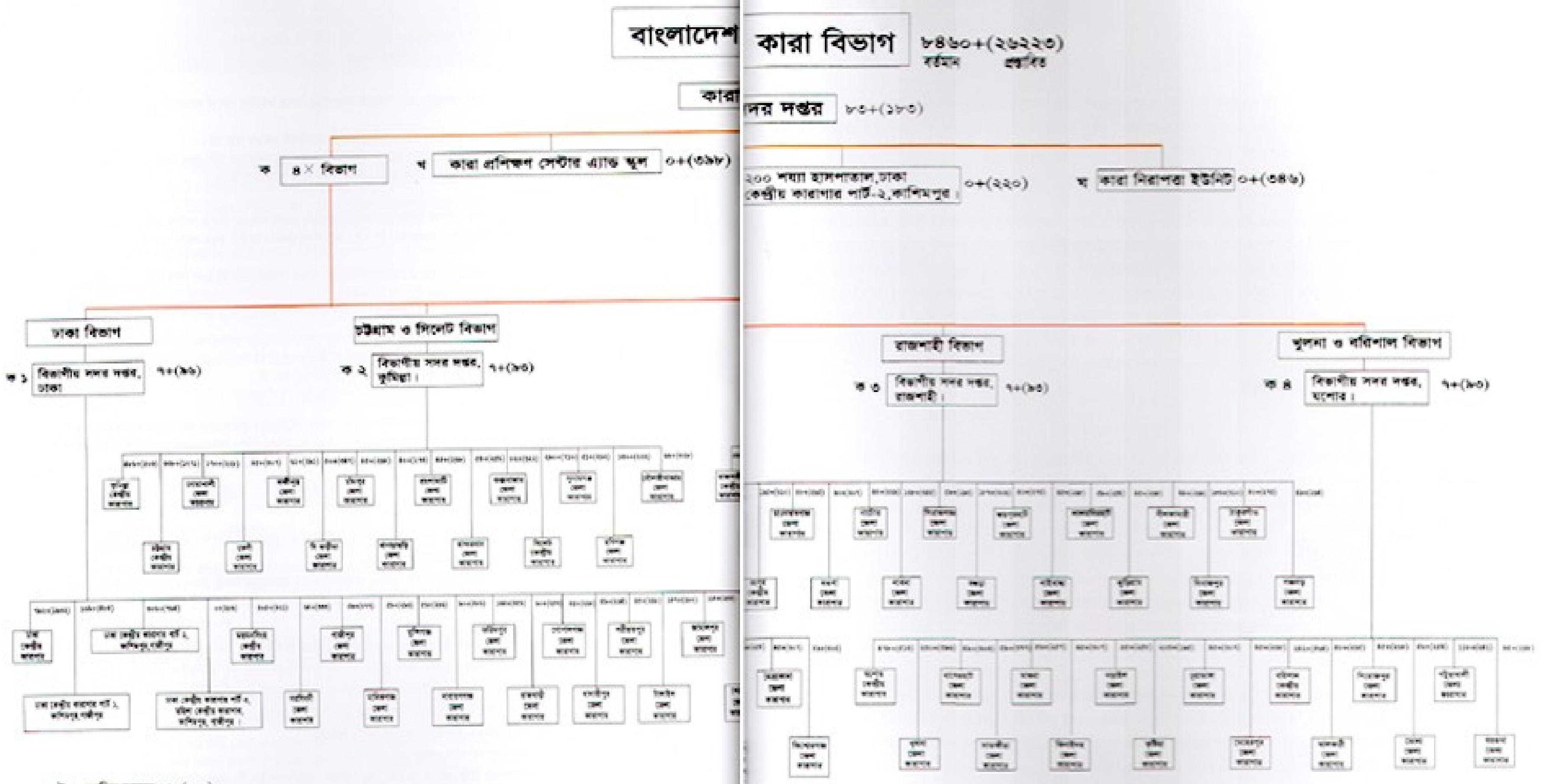

নোট : প্রস্তাবিত জনবল→( )

পার্সুয়েশন
Persuasion

মোঃ আবু তালেব
ডেপুটি জেলার
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
(কারা অধিদপ্তরে সংযুক্ত)

ইংরেজী শব্দ 'persuasion' যার বাংলা অর্থ প্রবর্তনা, প্ররোচনা, প্রত্যয় জন্মানো, বিশ্বাস জন্মানো ইত্যাদি। সুতরাং পার্সুয়েশনের বাংলা অর্থ থেকে এ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, কোন বিষয় সম্পর্কে কাউকে প্ররোচনা করা, ধারণা দেওয়া অথবা কোন বিষয়ে কাউকে প্রেষিত করাই পার্সুয়েশন। উত্তম ব্যবস্থাপনার জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পার্সুয়েশনের প্রয়োজনীয়তা

প্রশাসনকে গতিশীল করতে পার্সুয়েশন অতীব প্রয়োজন। প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পত্র লেখা হয়ে থাকে। পত্রের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করাও অপরিহার্য। পার্সুয়েশন পদ্ধতি সরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অধিকমাত্রায় বিদ্যমান। ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লাল ফিতার দৌরাত্মের অপবাদ ঘোচাতে প্রশাসনে এ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পার্সুয়েশনের মাধ্যমে ফাইল বা চিঠির গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ ধারনা দেয়া সম্ভব হয়। কুচক্রীমহল অনেক সময় সংগঠনের বা প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে; এ জাতীয় বাধা অতিক্রম করতে পার্সুয়েশন পদ্ধতি অতীব জরুরী। কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে চিঠি আদান প্রদান করা হয়ে থাকে তার পাশাপাশি কোন কর্মকর্তার উপস্থিতি তথা তদবীর, সুপারিশ অথবা বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সম্যক ধারণা দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

কারা বিভাগে পার্সুয়েশন

সনাতনী প্রশাসন ব্যবস্থার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যখন মানুষ উদ্ভাবন করছে নানা পদ্ধতি আর পন্থা, অবলম্বন করছে নিত্য নতুন কৌশল, সারা বিশ্বে যখন কারা ব্যবস্থাপনায় আনা হয়েছে নানা পরিবর্তন, কারাগার শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে 'সংশোধনাগার' হিসেবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কারা প্রশাসনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি শত বছরেও। তবে বিগত দু'টি বছরে কারা প্রশাসনে লক্ষ্য করা যায় নানামুখী পরিবর্তন। কারা প্রশাসনকে গতিশীল ও স্বচ্ছ করতে নানা মুখী কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে। এসব কর্মসূচীর বদৌলতে বাংলাদেশ কারা বিভাগ আজ সরকারের স্বনামধন্য প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে সকল মহলের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। কারা বিভাগকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে অতীতে অনেকে কিছুটা চিন্তা করলেও বড়জোর তা চিঠি আকারে রূপ নিত, সফলতা ছিল স্বপ্ন। এ কারণে এ বিভাগে কর্মরত প্রায় আট হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ধারণা ছিল কারাগারের পরিবর্তন নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ইতোমধ্যেই উপরোক্ত ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। উন্মুক্ত করা হয়েছে কারা বিভাগ পরিবর্তনের পথ।

পার্সুয়েশনে আমার অভিজ্ঞতা

কারা অধিদপ্তরের সংযুক্তির পর আমি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফাইলের বিষয়ে পার্সুয়েশন করার দায়িত্ব পাই। এ সময় সারা দেশে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে নিয়োগ ও পদোন্নতি বন্ধে মারাত্মক হতাশা বিরাজ করছে। আমি প্রথমেই মনোনিবেশ করি নিয়োগ চালু করার বিষয়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে জানতে পারি নিয়োগ কার্যক্রম চালু করা যাবে কি না; এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়েছে। আমি যথারীতি ছুটে যাই আইন মন্ত্রনালয়ে। আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সলিসিটর শাখায় প্রায় ৫০০ ফাইলের মাঝে কারা বিভাগের ফাইল খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন কাজ, ফাইল মিললেও কাজ হওয়া আরও কঠিন। তারপরও বিপরীতে কাজ করছে স্বার্থন্বেষী মহল। কয়েকদিন সলিসিটরের অফিসে ঘুরার পর কাজ করার মনোবল হারিয়ে ফেলি। কিন্তু একদিন সকালে যখন কারা মহাপরিদর্শক মহোদয় শোনান "পড়েছ মোঘলের হাতে খানা খেতে হবে এক সাথে"। আই জি স্যারের এমন দৃঢ় বক্তব্য শুনে আবার কাজে মনোনিবেশ করি। সংশ্লিষ্ট সলিসিটর অফিসের অনেকের সাথে আমার পরিচয় হয় ফাইলও খুঁজে পাই। আমি তাদের মাঝে কারা বিভাগের অবস্থা তুলে ধরতে সক্ষম হই। এতে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর শাখা থেকে নিয়োগে কোন বাধা নেই মর্মে লিখিত দেয়ায় কারারক্ষীসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়। সর্বশেষ, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান এর সহযোগিতায় বিভিন্ন কাজে আরও উৎসাহবোধ করি। এ ধরণের পার্সুয়েশনের মাধ্যমে কারা কর্মকর্তাদের রেশনের প্রাপ্যতা, কারাগারের মাঠ উদ্ধার, নিয়োগবিধি সংশোধন, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা বেকারী
Kara (Prison) Bakery Inside Dhaka Central Jail

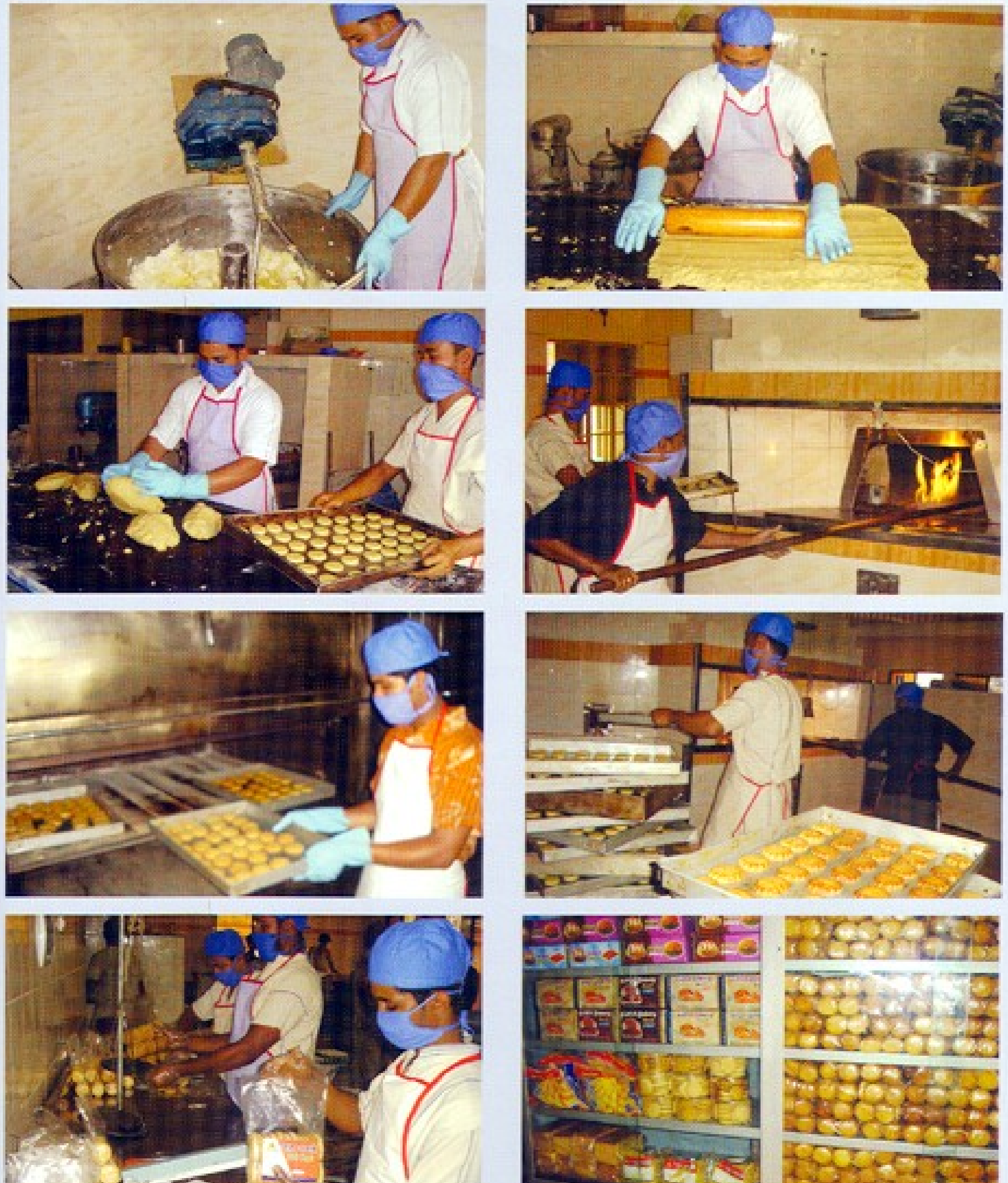

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা বেকারীতে খাদ্যদ্রব্য তৈরীকরণ
Prisoners working at Kara Bakery

অভিনব পদ্ধতিতে কারাগারে মাদক প্রেরণের প্রচেষ্টা
Innovative Ideas of Trafficking in Drugs inside Jail

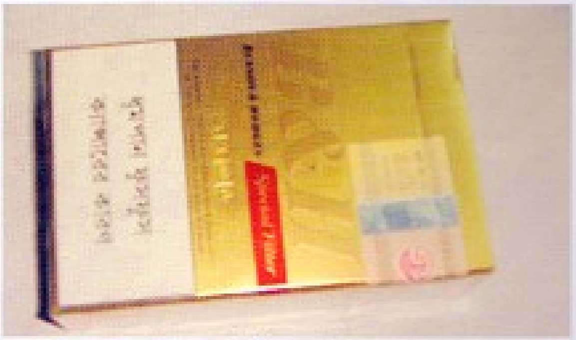

সেলোফেনে মোড়া সিগারেটের ইনট্যাক্ট প্যাকেট
Cellophane wrapped intact cigarette packet

ইনট্যাক্ট প্যাকেটে গাঁজাভর্তি সিগারেট
Actually it contains hash sticks

পলিপ্যাকে মোড়ানো ইনট্যাক্ট পাউরুটি
Poly pack wrapped intact bread

পাউরুটির ভেতর মাদক
Actually drugs inside

কাগজে মোড়ানো ইনট্যাক্ট কাপড় কাঁচা বল সাবান
Duly packed washing soap

সাবানের ভেতর গাঁজা
Actually hashish inside

চিড়ার তৈরীর মোয়া
Intact rice cake

মোয়ার ভেতর হিরোইন
Actually heroin inside

অভিনব পদ্ধতিতে কারাগারে মাদক প্রেরণের প্রচেষ্টা
Innovative Ideas of Trafficking in Drugs inside Jail

সীলড নারিকেল তেলের বোতল
Sealed bottle of coconut oil

ভেতরে ফেন্সিডিল
Actually phensidyl inside

অবিকল পেঁয়াজ
Appears to be fresh onion

আসলে ভেতরে গাঁজা
Actually hashish inside

মাদকের সাথে বন্দীদের সম্পৃক্ততা নতুন নয়। বন্দীরা কারাগারে অবস্থানকালে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বা মাদকাসক্ত বন্দীর সংস্পর্শে এসে তাদের কেউ কেউ মাদকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। যার প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন পন্থায় কারাভ্যন্তরে মাদক পাচারের চেষ্টা করে। কারাগারের ভেতরে মাদক প্রবেশ রোধকল্পে কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। একজন বন্দী কারাগারে আগমনের সাথে সাথে তাকে শারীরিক তল্লাশী করা হয় এবং তার সাথে থাকা বিভিন্ন মালামাল তল্লাশী করা হয়। বর্তমান কারা প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের কারণে বন্দীরা অভিনব উপায়ে কারাগারে মাদক প্রবেশ করানোর চেষ্টা করলেও কারারক্ষীদের হাতে ধরা পড়ছে।

কারা বিভাগে খেলাধুলা
Games and Sports in Prisons Department

মোঃ আমজাদ হোসেন
জেলার
নরসিংদী জেলা কারাগার

আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা ঃ

গত ২৫/৭/০৭ ইং তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মসজিদ সংলগ্ন পুকুরে বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগার থেকে বাছাইকৃত সাঁতারুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ১৬ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন, ১৪ পয়েন্ট পেয়ে ঢাকা বিভাগ রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ব্যক্তিগতভাবে কারা বিভাগে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হওয়ার গৌরব অর্জন করেন মোঃ আমজাদ হোসেন, জেলার, নরসিংদী জেলা কারাগার, ঢাকা বিভাগ। ব্যক্তিগত রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন খুলনা বিভাগের সাঁতারু মোঃ মাইনুল হোসেন। জেলার মোঃ আমজাদ হোসেন-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ জেল এই প্রথম বারের মত বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ১৪ ই নভেম্বর হতে ১৭ ই নভেম্বর/০৭ ২২তম জাতীয় সাঁতার ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা ঃ

বাংলাদেশ জেল বনাম সাতক্ষীরা জেলাঃ ৯-০ গোলে বাংলাদেশ জেল সাতক্ষীরা জেলাকে পরাজিত করে। বাংলাদেশ জেল বনাম বাংলাদেশ পুলিশ ঃ ৬-২ গোলে বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশ জেলকে পরাজিত করে। বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশ জেলের অবস্থান ৫ম।

কাবাডি ঃ

বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে ২০০৭ সালে সার্ভিসেস কাবাডি লীগে বাংলাদেশ জেলের কারারক্ষীরা অংশগ্রহণ করেন। ১৬/৮/০৭ তারিখ থেকে বাংলাদেশ জেল, সেনাবাহিনী, রাইফেলস, বিমান বাহিনী, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ জেল এর একজন কাবাডি খেলোয়াড় কারারক্ষী মোঃ কামরুল ইসলামকে ইন্দো-বাংলা গেমস ও এস এ গেমস -এর বাংলাদেশ দলে আমন্ত্রণ পান। পরবর্তীতে বিজয় দিবস কাবাডি লীগে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে বাংলাদেশ জেল -এর ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কাবাডি দল অংশগ্রহণ করে।

সাইক্লিং প্রতিযোগিতা ঃ

বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত উন্মুক্ত সাইক্লিং প্রতিযোগিতা-২০০৭ এ বাংলাদেশ জেল-এর ৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় কারারক্ষী মোঃ জাকির হোসেন ২য় স্থান এবং কারা পরিবারের ০২ জন সদস্য ৩য় ও ৫ম স্থান লাভ করে।

ভলিবল প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃবিভাগীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা ফেব্রুয়ারী/০৮ -এর ২য় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় কারা বিভাগের ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল (একত্রে) এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ (একত্রে) অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় খুলনা ও বরিশাল বিভাগ (একত্রে) চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। রানার্স আপ ট্রফি অর্জন করে ঢাকা বিভাগ।

এ্যাথলেটিকস্ ঃ

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম বারের মত কারা বিভাগ জাতীয় এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা - ২০০৮ এ অংশগ্রহণ করে। এ প্রতিযোগিতায় কারা বিভাগের হাজেরা আক্তার (ডলি) মহিলা বর্শা নিক্ষেপ ও গোলক নিক্ষেপে যথাক্রমে স্বর্ণপদক ও রৌপ্য পদক লাভ করে এবং কারা বিভাগে মোঃ মনিরুল ইসলাম পুরুষদের ৫০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত Max Com এ্যাথলেটিকস্ চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় কারা বিভাগের ১১ সদস্যবিশিষ্ট এ্যাথলেট দল অংশগ্রহণ করে।

ওয়েট লিফটিং ঃ

বাংলাদেশ ওয়েট লিফটিং ফেডারেশনের আয়োজনে জাতীয় ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতা - ২০০৮ এ বাংলাদেশ জেল অংশগ্রহণ করবে।

বীচ কাবাডি ২০০৮ ঃ

বাংলাদেশ জেল কাবাডি দল কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীচ কাবাডি ২০০৮ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

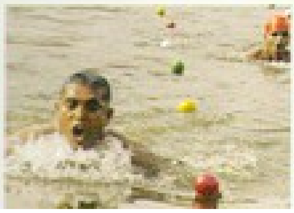
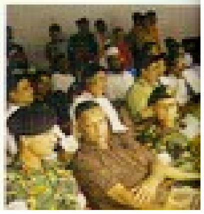

কারা বিভাগে খেলাধুলা
Games and Sports in Prisons Department

জেল কাবাডি দলের সাথে করমর্দন করছেন অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী Secretary, Olympic Association of Bangladesh being introduced with Jail Kabadi Team

বাংলাদেশ সার্ভিসেস কাবাডির উদ্বোধন করেন ক্রীড়া সচিব
Secretary, Ministry of Youth and Sports inaugurating Services Kabadi Tournament-2007

বাংলাদেশ জেল কাবাডি দলের সদস্যবৃন্দ
Players of Bangladesh Jail Kabadi Team

বাংলাদেশ রাইফেলস-এর বিরুদ্ধে জেল কাবাডি দলের রক্ষণাত্মক মুহূর্ত
A defending moment of Jail Kabadi Team against BDR Team

কারা আন্তঃবিভাগীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি গ্রহণ করছে খুলনা ও বরিশাল বিভাগ(একত্রে) IG Prisons handing over Champion Trophy to Khulna & Barisal Divison (together) Team in Inter Division Volley Ball Tournament

কারা আন্তঃবিভাগীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা
Inter Division Jail Volley Ball Competition

জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় কারারক্ষীদের অংশগ্রহণ
Participation of warders in National Swimming Competition

আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা ২০০৭ এর শ্রেষ্ঠ সাঁতা
Best swimmer of inter division swimming sompetition

শ্রেষ্ঠ সাঁতারু জেলার আমজাদ হোসেন
Jailer Amzad Hossain the Best Swimmer

জাতীয় বীচ কাবাডি প্রতিযোগিতা ২০০৮ এ তৃতীয় স্থান অধিকারকারী বাংলাদেশ জেল কাবাডি দল
Bangladesh Jail Kabadi Team secured third position in National Beach Kabadi Competition 2008

আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০০৭ এ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি গ্রহণ করছে খুলনা ও বরিশাল বিভাগ (একত্রে) Khulna and Barishal Division (together) receiving Inter Divisional Champions Trophy-2007

হাজেরা আকতার (ডলি)
গোলক নিক্ষেপ এ স্বর্ণ পদক জয়ী
Hazara Akter (Dolly)
Gold Medal winner in
National Athletics Competition

মোঃ মনিরুল ইসলাম
৫০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়
ব্রোঞ্জ পদক জয়ী
Md. Monirul Islam
Bronze Medal winner in
National Athletics Competition

উন্মুক্ত সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় কারারক্ষীদের অংশগ্রহণ
Participation of warders in open cycling competition

সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কারারক্ষী জাকির জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব-এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন Warder Zakir receiving runners up trophy of open cycling competition from the secretary of National Sports Council

কারা সন্ধ্যা

Kara Sandha, a Cultural Show Arranged by Prisons Directorate

কারা সপ্তাহ ২০০৭ উপলক্ষ ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় কারা অধিদপ্তরের লনে জাগো নব আনন্দে জাগো নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কারা বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গ অংশগ্রহণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জনাব আনোয়ারুল ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

Various sequences of Kara Sandha, a cultural show arranged by Prisons Directorate

কারা সন্ধ্যা

Kara Sandha, a Cultural Show Arranged by Prisons Directorate

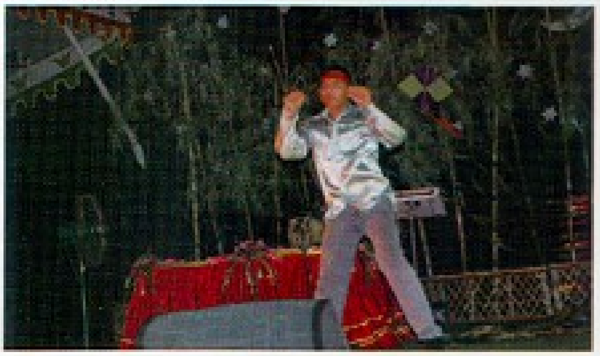

কারা সন্ধ্যার বিভিন্ন মুহূর্ত ও দর্শক-শ্রোতারএকাংশ

Sequences of Kara Sandha and a portion of audience

ঐতিহাসিক কারাগার
Historical Jail

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের পুরাতন ভবন
Old Building of Sylhet Central Jail

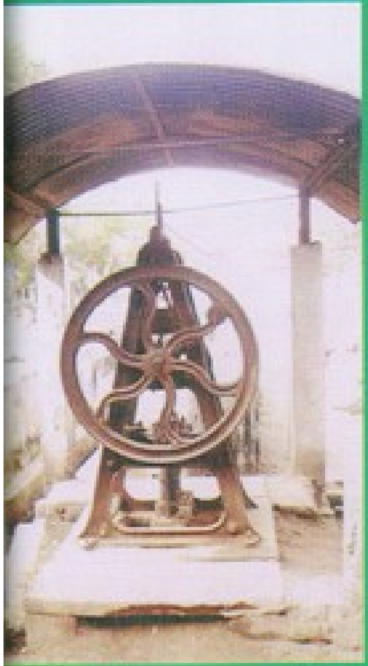

...র থেকে পানি তোলার পুরাতন মেশিন
...d manual water pumping machine

পানি সংরক্ষণ ট্যাংক
Water reserver

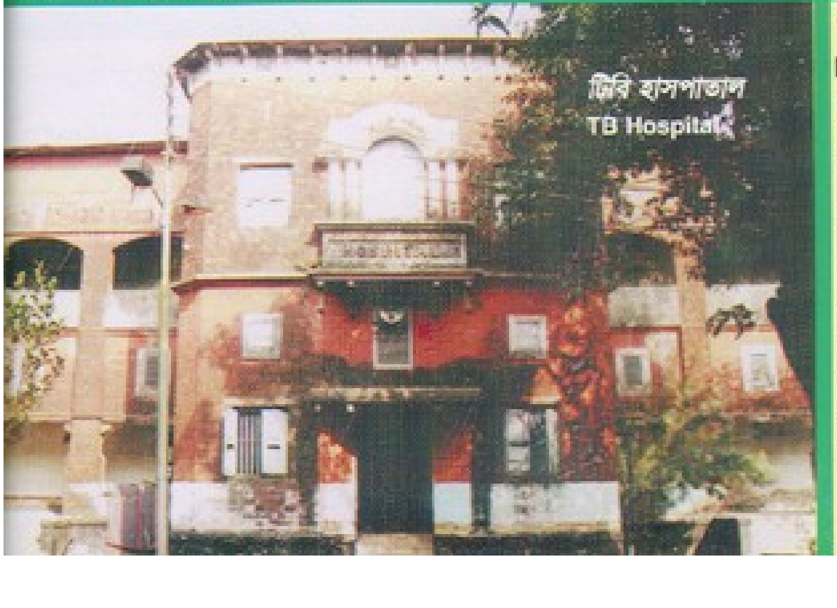

টিবি হাসপাতাল
TB Hospital

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিকথা
History of Sylhet Central Jail

বাংলাদেশের প্রাচীন কারাগারগুলোর মধ্যে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার অন্যতম। ইংরেজ শাসন আমলে ১৭৭৯ সালে আসামের কালেক্টর জন উইলিয়াম প্রায় এক লক্ষ রুপি ব্যয়ে ২৪.৭৬ একর জায়গায় সিলেটের প্রাণকেন্দ্রে এই কারাগারটি নির্মাণ করেন। এই কারাগারে তৎকালীন আসাম রাজ্যের একমাত্র টিবি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। যতদূর জানা যায় এ কারণেই কারাগারটি আসামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারাগার হিসেবে বিবেচিত হতো। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের পর থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এটি জেলা কারাগার হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং বন্দী আধিক্যের কারণে ১৯৯৭ সালে কারাগারটিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে উন্নীত করা হয়।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের পুরাতন ভবন
Old building of Mymensingh Central Jail

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটক
Main Gate of Mymensingh Central J

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিকথা
History of Mymensingh Central Jail

মহুয়া মালুয়ার স্মৃতি বিজড়িত ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁষে ১৭৯৩ খ্রিঃ অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ কারাগারের যাত্রা শুরু। এই কারাগারে ১ম জেল সুপার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ডব্লিউ এ চৌধুরী। যতদূর জানা যায় বর্তমানের জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার একমাত্র কারাগার ছিল ময়মনসিংহ কারাগার। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে একমাত্র ময়মনসিংহ কারাগারেই মহিলা বন্দীদের কারাগারের বাইরে পৃথকভাবে অন্তরীণ রাখা হত। বাংলা ১৩৩৯ সালে প্রলয়ংকোরী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে কারাভ্যন্তরের সকল বন্দী ওয়ার্ডের টিনের চাল লন্ডভন্ড হয়ে যায় এবং জনশ্রুতি আছে ঘূর্ণিঝড়ে ২০০ বন্দী মৃত্যুবরণ করে। এর পরেই বন্দী ওয়ার্ডগুলোকে পাকা করা হয়।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ময়মনসিংহ জেলা কারাগারটি বাংলাদেশের বৃহত্তম কারাগারগুলোর মধ্যে অন্যতম কারগার হিসেবে পরিচিত ছিল। এই জেলা কারাগারের অধীনে ৪টি মহকুমা কারাগার (সাব-জেল) ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ময়মনসিংহ জেলা কারাগারকে কেন্দ্রীয় কারাগারে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে এই কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৭৭৬ জন। অধুনা ২০০৭ সালে প্রথম বারের মত কারাভ্যন্তরে ১টি জুতা তৈরীর কারখানা কাজ শুরু করে, যা সফলভাবে এগিয়ে চলছে।

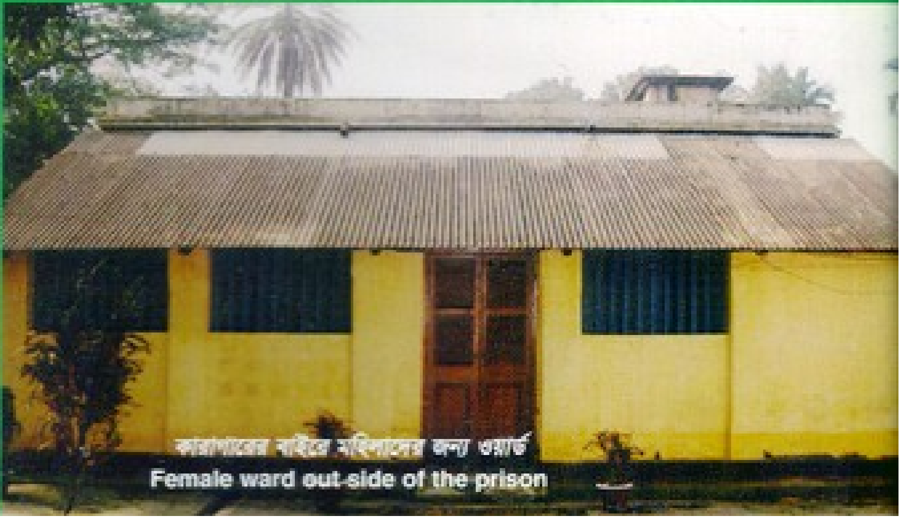

কারাগারের বাইরে মহিলাদের জন্য ওয়ার্ড
Female ward out-side of the prison

উন্নয়নমুখী প্রশাসন ও কারাগার

মুহঃ আব্দুর রাজ্জাক
জেল সুপার
জেলা কারাগার, বগুড়া

একটি উন্নয়নমুখী দেশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সরকার কর্তৃক নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ, কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দেশের সম্পদের বরাদ্দ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকরণ। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে প্রশাসনিক এলিটরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ও তাদের কৌশলগত দক্ষতা অর্জন করতে হয়। একই সাথে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঠিক জরিপ সাধনের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য নীতি নির্ধারণও করতে হয়। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নমুখী প্রশাসনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসকের অভাব প্রকট। দুঃখজনক হলেও সত্য যে ব্রিটিশ ভারতে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ এক ধরণের অভিভাবকসুলভ চিন্তাচেতনা নিয়ে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। প্রশাসনে সাধারণ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের সুযোগ ছিল না। এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। তখনকার কর্মকর্তাগণ মনে করতেন জনসাধারণের মঙ্গলের বিষয়টি জনগণ অপেক্ষা তারাই ভাল বোঝেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জনগণের দেশের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে কোন অংশীদারিত্ব ছিলনা। যে দেশের জনগণের উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না সে দেশের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তখনই পরিপূর্ণতা পায় যখন প্রশাসনিক এলিটরা দেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সচেতন ও সংবেদনশীল থাকেন। উন্নয়নমুখী প্রশাসনের জন্য একজন কর্মকর্তার প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষ,অভিজ্ঞ এবং কৌশলগতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে ও তার কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের প্রতি সততার আত্মপ্রকাশ ঘটাতে হবে।

উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনতার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা। এক্ষেত্রে দেশের প্রতিটি প্রশাসন ব্যবস্থাকে কাঠামোগতভাবে সুসজ্জিত করা প্রয়োজন যাতে করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তায়নে নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়। এধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাসন কাঠামোকে এমনভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন যেন দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি ইউনিটের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে এমনভাবে দক্ষতা অর্জন করতে হবে যাতে করে নিজের বিচার বিবেচনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন।

একটি দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাঝে অধীনস্থদের প্রতি আস্থাহীনতা উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে। কেননা, উন্নয়নশীল দেশে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের বিচার বিবেচনার প্রতি মোটেই আস্থাশীল নন। রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কোন বিকল্প নেই। দেশের উন্নয়নে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি ইউনিটের কর্মকর্তা এমনভাবে প্রশিক্ষিত হবেন যাতে করে- তিনি তার স্বীয় কর্মক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সে দেশের সরকারী কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড জনসমক্ষে এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে তা হয় ন্যায়ভিত্তিক ও জনকল্যাণকর। একজন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে দেখানোর সুযোগ না পেলে কর্মক্ষেত্রে তার দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পাবেনা তেমনি তিনি তার কর্মজীবনে দায়িত্বশীল হয়ে উঠার সুযোগও পাবেন না। সুতরাং দেশের উন্নয়নের স্রোতধারা সমুন্নত রাখতে হলে ঐ দেশের কর্মকর্তাদের মাঝে দায়িত্বশীলতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশের কারাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাচীনকালে সৃষ্টি এ কারাগার যে রুদ্ধদ্বার ব্যবস্থার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে তার তেমন কোন পরিবর্তন ইতোপূর্বে সাধিত হয়নি। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। এত পরিবর্তনের পরেও কারা প্রশাসনে কোন উন্নয়ন বা পরিবর্তনের তেমন কোন ছোঁয়া লাগেনি। বিশেষ করে রুদ্ধদ্বার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। রুদ্ধদ্বার ব্যবস্থার কারণে একদিকে কারাবাসীদের মানোন্নয়নে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে তা জনগণ জানতে পারত না। অপরদিকে কারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতেও তা অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে।

অনেক বিলম্বে হলেও অবশেষে বাংলাদেশের কারা প্রশাসনে পরিবর্তনের অগ্রযাত্রা এমনভাবে সূচিত হ'ল যা দেশের আপামর জনসাধারণকে অভিভূত করেছে। বর্তমান কারা প্রশাসনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই কারাগারের সর্বত্র স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নেয়া হয় তা আজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। রুদ্ধদ্বার ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে কারাগারকে মুক্ত করে এর কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। কারাগারের বহুমুখী উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে বর্তমান প্রশাসন যে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে তা বাস্তবায়নে অধীনস্থরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কারাগারের উন্নয়নমুখী প্রশাসনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হ'ল কারাগারে অবস্থানরত বন্দী ও কারা প্রশাসন পরিচালনায় নির্বাহী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ। কারা প্রশাসন পরিচালনায় বর্তমান প্রশাসন যদি নতুনভাবে এ ধরনের চিন্তা না করতেন অথবা পরিবর্তনশীল বিশ্বে যুগোপযোগী নতুন সিদ্ধান্ত না দিতেন তাহলে কারা ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ প্রশাসন পথ নির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারতো না। বর্তমান প্রশাসন হয়তো চিন্তা করেছিলেন এদেশের কারা ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হলে এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে কারা প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে প্রচলিত রুদ্ধদ্বার ধ্যান-ধারনার থেকে মুক্ত হতে হবে। আর অতীতের কারাগারের শৃংখলা রক্ষাকারী সনাতন ব্যবস্থার আওতা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতার সাজে তাদেরকে সুসজ্জিত করে তুলতে হবে। বর্তমান প্রশাসন এও উপলব্ধি করেছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত কারাগারের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম জনসম্মুখে প্রকাশের সুযোগ হবে না ততদিন পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ড জনগণ কর্তৃক স্বীকৃতিও পাবে না।

একজন কর্মকর্তার কর্মকান্ড জনসম্মুখে উপস্থাপিত না হলে তিনি কর্মক্ষেত্রে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হবেন না এটাই স্বাভাবিক। কেননা, যখন একজন চাকুরীজীবির মত জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় তখন নিঃসন্দেহে তা বিচারের মানদন্ডে হতে হবে ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বর্তমান কারা প্রশাসন কারাগারের সর্বত্র কর্মকর্তাদেরকে সুসজ্জিত করে তাদের দ্বারা বন্দী কল্যাণকর কর্মকান্ড ছাড়াও বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকারী অনুদানের অপেক্ষা না করে এ প্রশাসন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারাগারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড সাধন করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে দেশের কারা ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় নিয়োজিত বর্তমান কারা প্রশাসন একটি উন্নয়নমুখী কারা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন। ইতোমধ্যে কারা প্রশাসনের উন্নয়নের লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য ও তার স্বরূপ সম্পর্কে একটা বাস্তবভিত্তিক ধারণা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তার প্রতিফলন হয়েছে দেশের প্রতিটি কারাগারে।

বর্তমান কারা প্রশাসনের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় বগুড়া জেলা কারাগারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গত এক বছরে এ কারাগারে বন্দী ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মকান্ডসহ বহুবিধ কর্মকান্ড সম্পন্ন করার মাধ্যমে বন্দী ও কর্মচারীদের জীবন মানের উন্নতি সাধন হয়েছে।

সেবা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম

* কারাভ্যন্তরে বন্দী ক্যান্টিন ঃ- এর মাধ্যমে বন্দীরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য ও দ্রব্যাদি ক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছে।
* কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর ঃ- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট আয়ের মাধ্যমে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ভর্তুকী মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।
* কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গঠিত কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি (কেপিকেএস) ঃ- কারা পরিবারগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর কার্যক্রম স্ববেগে এগিয়ে চলেছে।
* টেলিভিশন, ফ্রিজ, ফ্যান, রেডিও, ঘড়ি ইত্যাদি মেরামতকরণ ও প্রশিক্ষণ ঃ- কারা মুক্তির পরে যাতে বন্দীরা সমাজে পুর্নবাসিত হতে পারে সে লক্ষ্য নিয়েই এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
* পুরুষ ও মহিলা বন্দীদের জন্য পৃথকভাবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাকরণ ঃ- যেমন- মুড়ি, চিড়া, চানাচুর প্রস্তুতকরণ এবং মহিলাবন্দীদের দ্বারা নকশী কাথা, বুটিক ও সুচীকর্ম সম্পদানের মাধ্যমে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।
* নিরক্ষর বন্দীদের শিক্ষাদান ঃ- নিরক্ষর বন্দীদের অক্ষর দান করাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গত এক বছরে প্রায় তিন হাজার বন্দীকে শিক্ষা দানের মাধ্যমে সাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা করা হয়েছে।
* বন্দীদের খেলাধুলাসহ বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ ঃ- মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও শারীরিকভাবে সুস্থ্য রাখতেই কারাগারে বন্দীদের জন্য বিনোদন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
* বন্দীদের সংশোধনের প্রত্যাশায় তাদের নিয়ে কর্মকর্তাদের দরবার অনুষ্ঠান ঃ- বন্দীদের সমস্যা জানা ও তার দ্রুত সমাধানের জন্যই কারাভ্যন্তরে প্রতিমাসে দরবার অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে।

জীবনযাত্রা সহজীকরণ ও কারা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

* কালার ফটো প্রিন্টার ঃ- ভুল মুক্তি এড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই কারা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কালার ফটো প্রিন্টার মেশিন অফিসে সংরক্ষন করেছেন।
* টোকেন পদ্ধতি ঃ- এ ব্যবস্থায় বন্দীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে।
* এমব্রয়ডারী মেশিন ঃ- বন্দী পুর্নবাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
* সেলাই মেশিন ঃ- বন্দী পুর্নবাসনে সহায়ক হিসাবে কাজ করছে।
* সিটিজেন চার্টার ঃ- নাগরিকদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্যেই এ ব্যবস্থার প্রদর্শন ও প্রচলন করা হয়েছে।
* ফটোষ্ট্যাট মেশিন ঃ- দাপ্তরিক কাজ দ্রুত ও পরিচ্ছন্নভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অফিসে ফটোষ্ট্যাট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
* ডিপ ফ্রিজ ঃ- সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবনযাত্রা সহজীকরণার্থে ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে ডিপ ফ্রিজ রাখা হয়েছে।
* রোষ্ট্রাম ও চেয়ার ঃ- মাসিক দরবার অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে বগুড়া জেলা কারাগারের সম্মুখে করতোয়া নদীর উপর ৬৭, ৭৪, ৯৮৭ টাকা ব্যয়ে ৬৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৩.১৫ মিটার প্রশস্ত যে ফুটব্রীজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে তাও বর্তমান কারা প্রশাসনের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের একটি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কারাগারের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কেননা, শতাধিক বছর পূর্বে নির্মিত এ কারাগারের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহমান করতোয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের বিষয়টি ইতিপূর্বে কোন কারা কর্তৃপক্ষই গুরুত্ব সহকারে দেখেননি। নদীর ওপারে অবস্থিত কারা আবাসিক এলাকা থেকে কোনভাবে নদী পার হয়ে এযাবৎকাল কারারক্ষীদের ডিউটিতে আসতে হয়েছে।

সুতরাং সনাতন ও উন্নয়নমুখী প্রশাসনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা কারা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অবস্থানরত বন্দীরা স্বল্প সময়ে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন। এ ধারাকে ধরে রাখতে হবে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য। বিগত আড়াই বছরে কারা প্রশাসনে প্রচলিত বস্তাপচা ব্যবস্থার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা এ দেশের বন্দী সংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি (কাপকস)
Prison Family Welfare Association (KPKS)

"আত্মনির্ভরশীল নারী, স্বনির্ভর পরিবার" স্লোগানকে সামনে নিয়ে কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি (কাপকস) এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত এক বছরে কেপিকেএস এর সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে যেমন-টেইলারিং, সুন্দরসুচি হাতের কাজ, মাশরুম চাষ, বাটিক-বুটিক, মোমবাতি ও চানাচুর তৈরীর কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে চলছে।

কাপকসের উদ্বুদ্ধকরণ সভায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক মিসেস শায়লা জাকির
The Chief Patron Mrs. Shaila Zakir at motivation lecture of KPKS

সুন্দর সুচি হাত ও কাটিং প্রশিক্ষণে কাপকস সদস্যরা
Members of KPKS taking part in embroidery works

টেইলারিং প্রশিক্ষণে কাপকসের সদস্যাবৃন্দ
Tailoring training for members of KPKS

কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি (কাপকস)
Prison Family Welfare Association (KPKS)

মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণে কাপকস সদস্যবৃন্দ
Mashroom cultivation training for KPKS members

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কাপকস সদস্যদের প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি
Works of KPKS members of Dhaka Central Jail

কাপক্স এর প্রশিক্ষণ বিষয়ক পরিসংখ্যান ২০০৭

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ বিষয়ের নাম	ঢাকা বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা	রাজশাহী বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা	খুলনা ও বরিশাল বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা
০১	টেইলারিং	২৩২	১৯২	১৭০	১৬৫
০২	সুন্দর সুচি হাত	১৭৮	৭৮	৮০	৭৮
০৩	সুন্দর সুচি মেশিন	০০	৩০	১০	০০
০৪	কাটিং	২৩২	১৯২	১৭০	১৬৫
০৫	মাশরুম চাষ	৭৫	১০	৩৫	০০

পরিদর্শন
Inspection

গত ২৭ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ আবদুল করিম চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি কারাগারের সম্প্রসারিত অংশ পরিদর্শন শেষে বন্দীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

Secretary of Home Affairs Mr Md Abdul Karim inspecting Chittagong Central Jail

গত ২২ ডিসেম্বর অতিরিক্ত সচিব ড. শেখ আবদুর রশীদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পুরাতন ভবনগুলো পরিদর্শন করেন এবং বন্দীদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি বন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে দেখেন।

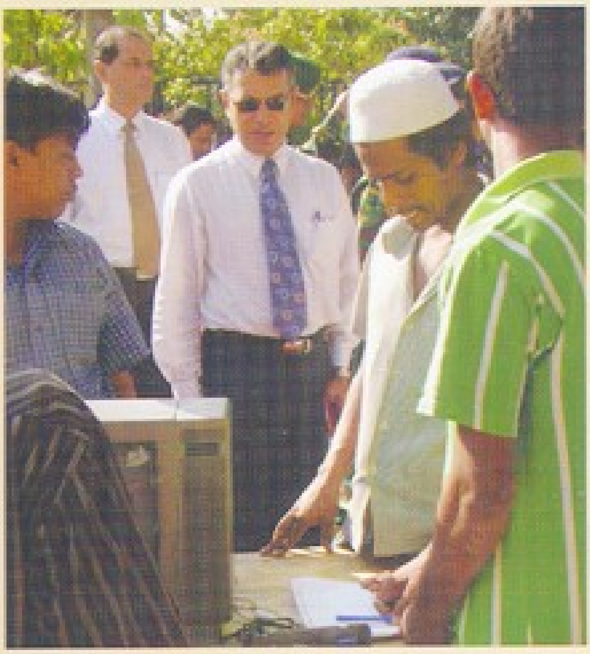

The Additional Secretary of Ministry of Home Affairs Mr Dr Sk Abdur Rashid inspecting Dhaka Central Jail

পরিদর্শন
Inspection

কারা মহাপরিদর্শক তাঁর রুটিন ভিজিটে বিভিন্ন কারাগার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বন্দীদের প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখেন। পরিদর্শন শেষে তিনি কারারক্ষী ও বন্দীদের সাথে পৃথক পৃথক দরবারে মিলিত হন এবং তাদের বিভিন্ন অভিযোগ শোনেন।

IG Prisons taking *Darbar*, a formal occasion of exchanging views

পুলিশ স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ অফিসারবৃন্দ ২০০৭ সালের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন

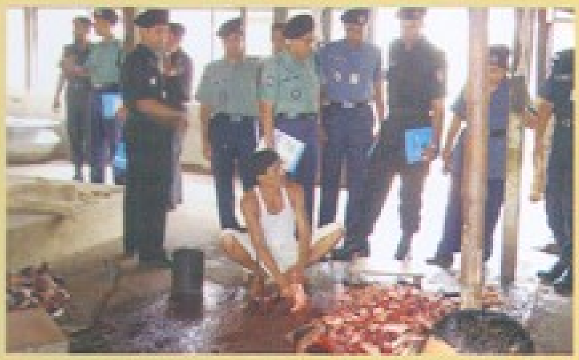

Student officers of police staff college visiting Dhaka Central Jail at different times of the year 2007

কারাগার উদ্বোধন-২০০৭
Opening of Prisons-2007

কারা মহাপরিদর্শক গত ১১ জুলাই ২০০৭ তারিখে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল উদ্বোধন করেন
200 bed jail hospital inagurated by IG prisons at Kashimpur Jail-2 on 11 July 2007

কারা মহাপরিদর্শক গত ১৬ আগস্ট ২০০৭ তারিখে গাজীপুরের কাশিমপুরে দেশের প্রথম মহিলা কারাগার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকও উপস্থিত ছিলেন। IG prisons opening first female jail of the country at Kashimpur on 16 August 2007

কারা মহাপরিদর্শক গত ২১ সেপ্টেম্বর ০৭ তারিখে ৩০০ বন্দী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নবনির্মিত চুয়াডাঙ্গা কারাগার উদ্বোধন করেন
Newly built Chuadanga Jail inaugurated by IG prisons on 21 September 2007

অবসর গ্রহণ
Retirement

২০০৭ সালে কারা বিভাগে জেল সুপার পদমর্যাদার দশ জন কারা কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করেন। তাদের প্রত্যেকেই কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক এক বিদায়ী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হয়। বিদায় অনুষ্ঠানে কারা বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী অতিথিদের হাতে কারা মহাপরিদর্শক ক্রেস্ট তুলে দেন।

অবসরপ্রাপ্ত জেল সুপারবৃন্দ ঃ এ কে এম মনজুরুল করিম, সি এম এ মতিন, সোহরাব হোসেন, মোঃ মকবুল হোসেন, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ আবদুল কাদের, আব্বাস আলী আকন, মোঃ আব্দুল জব্বার বিশ্বাস, বিমল চন্দ্র সাহা এবং মোঃ তৌহিদ।

অবসর গমনকারী অফিসারদের কারা মহাপরিদর্শক ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন
IG prisons handing over crests to officers going on retirement

অবসর গমনকারী অফিসারদের স্ত্রীদের সাথে বেগম আইজি প্রিজনস
Lady IG prisons with the ladies of officers going on retirement

শ্রদ্ধাঞ্জলি

২০০৭ সালে যাঁদের হারিয়েছি

Those Whom We Lost in 2007

রাজশাহী বিভাগ ঃ

১। কারারক্ষী নং ৩৩৬১৩ মোঃ আমজাদ হোসেন, ব্রেইন টিউমারজনিত কারণে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৩/৯/২০০৭ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর।

২। কারারক্ষী নং ৩১১৯৭ মোঃ হাফিজুর রহমান, লালমনিরহাট জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১০/৪/২০০৭ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর।

৩। কারারক্ষী নং ৩৩৮৮৯ মোঃ মফশের আলী, নওগাঁ জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৯/২/২০০৭ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ঃ

৪। কারারক্ষী নং ৪১১৫২ মোঃ খায়রুজ্জামান, যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৪/১০/২০০৭ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

৫। কারারক্ষী নং ৪১৪৭২ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ১৯/১০/২০০৭ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর।

৬। কারারক্ষী নং ৩৪৭৩৮ আঃ হান্নান, কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১০/২/২০০৭ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

৭। কারারক্ষী নং ৩৪৬০৮ আফজাল হোসেন চৌধুরী, পটুয়াখালী জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ৬/২/২০০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

৮। জেলার মনির হোসেন, পিরোজপুর জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ২৯/৭/২০০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর।

৯। কারারক্ষী নং ৪১২৮৭ মোঃ আনোয়ার হোসেন, মাগুরা জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ২৪/৯/২০০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

১০। প্রধান কারারক্ষী নং ৩৪৩৪১ মোঃ শামছুল আলম বাবু, ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ১/১২/২০০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

১১। কারারক্ষী নং ৪১০৬৩ আঃ করিম, ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ১২/৫/২০০৭ ইং তারিখে ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।

১২। কারারক্ষী নং ৩৪৬২৯ গোলাম মোস্তফা, ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ৪/৪/২০০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

১৩। কারারক্ষী নং ৩৪৯৮৪ মোঃ আলী হোসেন, মেহেরপুর জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১/১০/২০০৭ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর।

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ ঃ

১৪। প্রধান কারারক্ষী আনোয়ার হোসেন, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ০১/১২/০৭ ইং তারিখে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

১৫। কারারক্ষী আঃ শহিদ, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ১১/০৭/০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

১৬। কারারক্ষী গোলাম মোস্তফা, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ২/৮/০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।

১৭। কারারক্ষী শাহজাহান মুন্সি, লক্ষীপুর জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ১৯/৫/০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর।

১৮। জেলার হারুন অর রশিদ, রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ১১/৯/০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

১৯। কারারক্ষী কাজী হুমায়ুন কবির, রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ০৫/৯/০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫১ বছর।

২০। কারারক্ষী আঃ মালেক, নোয়াখালী জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ০৭/২/০৭ ইং তারিখে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর।

২১। কারারক্ষী হুমায়ুন মিয়া, নোয়াখালী জেলা কারাগারে কর্মরতকালীন গত ১৬/১০/০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর।

২২। কারারক্ষী লালমিয়া, মৌলভী বাজার জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ২৯/৪/০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

২৩। জেল সুপার রেজাউল করিম, ফেনী জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন গত ৫/৮/০৭ ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

ঢাকা বিভাগ ঃ

২৪। প্রধান রক্ষী সানাউল্লাহ, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২এ কর্মরত অবস্থায় গত ১৫/০১/২০০৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৪১ বছর।

বিবিধ খবর
Miscellaneous News

বন্দীদের জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার আইডি কার্ড (National ID card and voter registration for prisoners)

বাংলাদেশে সাধারণ নাগরিকের মত এই প্রথম বন্দীরাও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে কারাগারে আটক ভোটাধিকার যোগ্য বন্দীদের জন্য ভোটার আইডি কার্ড তৈরীর প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। গাজীপুর কারাগারে প্রথম ভোটার আইডি কার্ড তৈরীর কার্যক্রম শুরু হয় যা, দেশের প্রতিটি কারাগারে পর্যায়ক্রমে চলছে।

জাতীয় ও ভোটার আইডি কার্ড তৈরীতে বন্দীদের ছবি সংগ্রহ কার্যক্রম Preparation of National and voter ID card for prisoners

দেখা সাক্ষাতের জন্য আধুনিক কক্ষ (Modernization of interview room for prisoners)

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদের দেখা সাক্ষাতের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে একটি আধুনিক সাক্ষাৎ কক্ষ তৈরী করা হয়েছে।

আধুনিক দেখা সাক্ষাৎ কক্ষ

ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর (Inclusion of departmental store in all jails for the government employees)

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে স্বল্প এবং বৃহৎ পরিসরে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে তারা সাশ্রয়ী (ভর্তুকি) মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর

Departmental store for the prison employees wherefrom goods are sold at subsidized rate. Subsidy generated from own resources

কারাগারে ডেইরী ফার্ম (Dairy farm for prisons employees)

কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বল্পমূল্যে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়ার লক্ষ্যে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১, দিনাজপুর, যশোহর ও নড়াইল কারাগারে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুগ্ধ খামার শুরু করা হয়েছে।

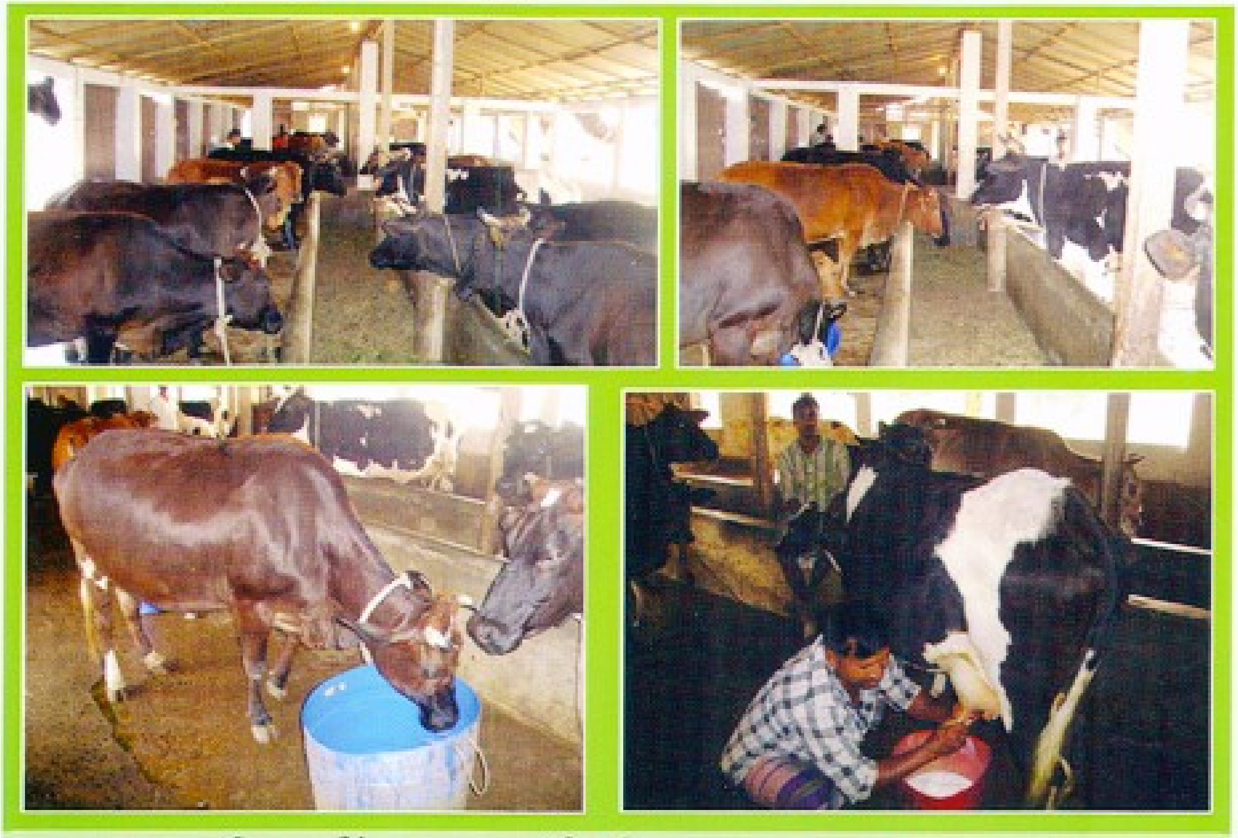

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর ডেইরী ফার্ম Dairy farm at Kashimpur Central Jail-1

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাস খামার (Duck farm at Dhaka Central Jail)

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাঁসের খামার

কারা নিরাপত্তা ইউনিটের কার্যক্রম
Activities of Prison Security Unit

কারা নিরাপত্তা ইউনিট গঠন কারা বিভাগের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ। গত দুই বছরে নিরাপত্তা ইউনিটের সক্রিয় কার্যক্রমের মাধ্যমে কারা বিভাগের বিভিন্ন স্তরের দুর্নীতি এবং অনিয়ম অনেকাংশেই হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। একই সাথে কারা অধিদপ্তরের সকল আদেশ ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ড সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা হচ্ছে। কারারক্ষীদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিদিন নিরাপত্তা সেল থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। নিরাপত্তা সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাই করে প্রতিদিন সকালে কারা মহাপরিদর্শকের নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং তথ্যের সত্যতা প্রমাণ শেষে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ২১৯ জন নিরাপত্তা রক্ষীর মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

It was a wise and timely decision to set up Prison Security Unit (PSU) for the prison department. For the vigilance of the members of this unit, the uncontrolled irregularities including corruption of the department could be brought down to minimum. Also, whether all jails are carrying out the orders and instructions of the Prisons Directorate are being constantly monitored. Selected warders were trained on security matters, duly motivated and were employed in all jails. They are in constant touch with the security cell at the Directorate. Relevant intelligence is regularly put up to the IG prisons and necessary actions are being taken against the defaulters. At present the PSU is functioning with 219 personnel.